CMYK

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 May 2019 ■ আগরতলা, ৮ মে , ২০১৯ ইং ■ ২৪ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বাচনী সংস্কারে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষন প্রয়াত

টিএন শেষন

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : প্রয়াত হলেন টিএন শেষন। বয়স হয়েছিল ৮৭। ভারতের নির্বাচনী সংস্কারে সক্রিয় ভূমিকার জন্য তিনি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কড়া ভূমিকা নিয়ে এই সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি 'আল-শেষন' তকমা পান। ১৯৯৬ সালে তিনি রমন ম্যাগসেসে পুরস্কার পান। ভারতের লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝে চলে গেলেন নির্বাচন-প্রশাসনের এই প্রবাদপুরুষ। পুরো নাম তিরুনেল্লাই নারাণ আয়ার। জন্ম ১৯৩২-এর ১৫ ডিসেম্বর। তামিলনাড়ু ক্যাডারের ১৯৫৫ ব্যাচের আইএএস অফিসার। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস। দিল্লিতে সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা। রাত প্রায় একটার সময়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়াম স্বামীর সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়িটা দিল্লির পান্ডারা রোডের একটা সরকারি বাড়ির গাড়িবারান্দায় দাঁড়াল। ওই বাড়িতে তখন থাকতেন প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য টি এন শেষন। হন্তদন্ত হয়ে শেষনের বাড়িতে ঢুকলেন এক প্রভাবশালী মন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী। তিনি যখন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, সেই সময়ে সেখানে ছাত্র ছিলেন শেষন। যদিও শিক্ষকের বয়স ছাত্রের থেকে কিছুটা ছোটই ছিল। তবে মাঝে মাঝেই দক্ষিণ ভারতীয় খাবার খেতে শিক্ষক হাজির হতেন ছাত্রের ফ্ল্যাটে। সেই রাতে কিন্তু মন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী অত রাতে টি এন শেষনের সরকারী আবাসে খেতে যাননি। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের দূত হয়ে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে গিয়েছিলেন তিনি।প্রাক্তন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পরবর্তী প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে রাজি আছেন আপনি?'খুব একটা উৎসাহ দেখাননি শেষন। আগের দিন আরেক শীর্ষ আমলা বিনোদ পান্ডেও তাঁর কাছে এই একই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। 'বিনোদ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওই নির্বাচন সদনে কে যাবে!' জবাব দিয়েছিলেন শেষন। কিন্তু সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী ছাড়ার পাত্র নন। দুঘণ্টা ধরে তিনি শেষনকে বোঝাতে লাগলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদটা নেওয়ার জন্য। শেষমেশ শেষন বলেন যে কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবেন তিনি।শেষ পর্যন্ত সম্মতি মিলেছিল শেষনের। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০। এর পর ছিলেন পাক্কা ছ'বছর। কীভাবে তিনি নির্বাচনী সংস্কারে সক্রিয় হয়েছিলেন, ইতিহাস সাক্ষী।

সিন্ডিকেট রাজত্ব, বিএমএসের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত নাগেরজলা
বিবাদের জেরে শহরে সব মোটরস্ট্যান্ডে দিনভর স্তব্ধ যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। বাম আমলের মতো রাম আমলেও প্রতিটি মোটরস্ট্যান্ডে সিন্ডিকেট রাজত্ব চলছে। তাতে করে প্রায় প্রতিদিনই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলেছে। সোমবার দুপুরেও শহরের ব্যস্ততম নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ড কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারপর শহরের সব মোটরস্ট্যান্ডেই যাত্রী পরিষেবা বন্ধ করে দেয় মোটর শ্রমিকরা। মূলত বিএমএস সংগঠনের অধীন মোটর শ্রমিকরাই বন্ধ করে দেয় যাত্রী পরিষেবা। জানা গিয়েছে, মোটর শ্রমিকদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরেই এই অস্বস্তীকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মোটর শ্রমিক এবং মোটর মালিক পক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছিল শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। ফলে তীব্র সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। শ্রমিক সংগঠন বিএমএস-এর আগরতলা নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ড শাখার সদস্যদের অভিযোগ, গতকাল রাতে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। একসময় মালিক পক্ষের কয়েকজন শ্রমিকদের বেধড়ক মারধর করেন বলে তাঁদের অভিযোগ। এর পর রাতেই তাঁরা ঘটনাটি স্থানীয় বিধায়ক রামপ্রাসাদ পালকে অবগত করেন। তিনি তখন তাঁদের আশ্বস্ত করেন, বিষয়টি মীমাংসা করে দেবেন। বিধায়কের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তাঁরা নিজ নিজ বাড়ি চলে যান। কিন্তু আজ সকালে শ্রমিকরা মোটর স্ট্যান্ডে এসে দেখেন অফিসে কেউ তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। খবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, মালিক পক্ষ থেকে তালা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি শুনে তাঁরা ক্ষব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁদের বক্তব্য, স্থানীয় বিধায়ক বলেছেন তিনি নিজে বিষয়টি মীমাংসা করে দেবেন। এর পরও মালিক পক্ষ তাঁদের নিজের মর্জিমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মানে তাঁরা বিধায়ককে অপমান করছেন। তাই তাঁরা প্রথমে নাগেরজলা থেকে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেন। তবে সকালে বেশকিছু যাত্রীকে কয়েকটি গাড়িতে করে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ডে বিএমএস এর কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সংঘর্ষের জেরে। ছবি নিজস্ব।

এই খবর ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য মোটর স্ট্যান্ডেও বিএমএস-এর সদস্যরা গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেন। বিএমএস কর্মীদের দাবি, বর্তমানে সারা রাজ্য জুড়ে যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন শ্রমিকরা। যতক্ষণ পর্যন্ত মালিক পক্ষের এই বর্বরোচিত ঘটনার সঠিক বিচার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা বন্ধ থাকবে। তা না-হলে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন করে যাবে। এদিকে নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ডে গিয়ে মালিক পক্ষের কোনও প্রতিনিধিকে পাওয়া যায়নি। তাই এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য জানা যায়নি। তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা যাত্রীদের। তাঁদের কেউ যাবেন উদয়পুর, কেউ দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জায়গায়। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা ভাস্কর দেব উদয়পুর যাবেন। নাগেরজলা এসে শুনেন গাড়ি চলাচল বন্ধ। পরে অবশ্য আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। প্রশ্ন উঠেছে বাম আমলের মত রাম আমলেও সিন্ডিকেট রাজ কায়েম হয়ে আছে মোটরস্ট্যান্ডগুলি। শুধু তাই নয় বিভিন্ন মোটরস্ট্যান্ডে চাঁদাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় ছড়ার জলে নবজাতকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি প্রতিনিধি ৭ মে।। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তের উ:ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন পিয়ারিছড়া চা বাগানের ২১(একুশ)নং সেকশনের লাগোয়া এক পাহাড়ি ছড়া থেকে এক নবজাতকের পচাগলা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় স্থানিয় জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।ঘটনার পর স্থানিয় কদমতলা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসালেই পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে স্পষ্ট হবে।এলাকাবাসির ধারনা এটা কোনও অবৈধ পিতা মাতার কুকর্মের ফল হতে পারে।সমাজে মুখ দেখানোর ভয়ে হয়তবা কোনও প্রেমিক যুগল তাদের নিজের ইজ্জত রাখতে গিয়ে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার আগেই এক নিষ্পাপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্লীলতাহানির অভিযোগ থেকে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে ক্লিনচিট

শীর্ষ আদালতের বাইরে আইনজীবী ও মহিলা সমাজকর্মীদের বিক্ষোভ, ১৪৪ ধারা জারি

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.) : দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের বাইরে আইনজীবী ও মহিলা সমাজকর্মীরা তুমুল বিক্ষোভের জেরে জারি করা হল ১৪৪ ধারা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শীর্ষ আদালতের বাইরে আইনজীবী ও মহিলা সমাজকর্মীরা তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, সঠিক তদন্ত না করেই শ্লীলতাহানির ঘটনার অভিযোগ থেকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে। এর আগে, ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলা (জুনিয়র কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট) সুপ্রিম কোর্টে ২২ বিচারপতিকে তাঁর অভিযোগের কথা লিখিত জানান। সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, ওই মহিলার অভিযোগ ছিল, গত বছর ১০ এবং ১১ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ তাঁর বাসভবনে ওই মহিলাকে যৌন হেনস্থা করেন। ওই মহিলার অভিযোগ অনুযায়ী, তাকে আলিঙ্গন করে তার ওপর জোরজবরদস্তি করা হয়। সে চলে যেতে চাইলেও তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। কভারিং লেটারে একটি এফিডেভিটে বিস্তারিত অভিযোগে জানান ওই মহিলা।তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সেক্রেটারি জেনারেল সঞ্জীব কুমার সুধাকর কালগাঁওকর বলেন, এই অভিযোগ গগৈয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আনা হয়েছে। এগুলির কোনও ভিত্তি নেই। এই অভিযোগ থেকেই সোমবার ক্লিনচিট পান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিন বিচারপতির প্যানেল তাঁকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। গগৈয়ের বিরুদ্ধে যে প্যানেল বসে তাতে ছিলেন তিন বিচারপতি। বিচারপতি এসএ বোবদে, বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা ও বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলার শুনানিতে তিন বিচারপতিই গগৈকে ক্লিনচিট দেন। তবে শুনানির মাঝপথে নিজেই সরে দাঁড়ান শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা ওই মহিলা। তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে খুশি নন তিনি বলে জানান। তাঁর মত ছিল এই বিচার প্রক্রিয়ায় ন্যায় মেলার সম্ভাবনা কম।তাঁর আশঙ্কা, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের সঠিক বিচার পাবেন না। তিনি জানান, "আমার মনে হয় আমি বিচারকদের এই বেঞ্চের কাছে সঠিক বিচার পাব না। তাই আমি আর এই বিচারকদের সামনে শুনানিতে হাজির হব না। আমি এই শুনানি থেকে সরে দাঁড়ালাম।"অভিযোগকারিণীর এই বক্তব্যকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে ১৮ লক্ষ টাকা বিলেতী মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের অবৈধ বিলেতি মদ আটক করে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে পানিসাগর পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে বিলেতি মদ-বোঝাই একটি ট্রাক।

জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে পানিসাগর থানার পুলিশ মদ-বোঝাই ট্রাকটিকে সিগন্যাল দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পানিটিলা এলাকায় সুযোগ বোঝে ট্রাক ফেলে পালিয়ে যায় চালক। পানিসাগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এএস ০১ জেসি ৯৩৭৪ নম্বরের ট্রাকটিতে মোট ৭৯০ কার্টুনে ৯,৪৮০ বোতল বিলেতি মদ ছিল। মিজোরাম থেকে আগরতলার উদ্দেশে যাচ্ছিল ট্রাকটি।

তবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজীব গান্ধীর নামে কুৎসিত মন্তব্য মোদির কুশপুতুল দাহ করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা প্রয়াত রাজীব গান্ধীর নামে কুৎসিত মন্তব্য করছেন। এই অভিযোগে আজ সন্ধ্যায় আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও মোদীর কুশপুতুল দাহ করলো সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি। এদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বে পালিত হয়েছে এই কর্মসূচি। মিছিলে বহু কংগ্রেস কর্মী অংশগ্রহণ করেছেন। আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে আবার কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে মিছিল শেষ হয়। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। মিছিলের শুরুতে সুবল ভৌমিক অভিযোগ করে বলেন, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বোঝে গেছেন, এবার পরিবর্তনের ঝড়ে তাঁর হার নিশ্চিত, তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতো মর্যাদাপূর্ণ পদে থেকেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে মোদির কুশপুতুল নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। ছবি নিজস্ব।

ট্রাফিক পুলিশের সাথে দুর্ব্যবহার গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার দায়ে বটতলায় এক বাইক চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার নাম নবেন্দু পোদ্দার। বাড়ি রানিরবাজারের নলগড়িয়া এলাকায়। জানা যায়, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া তিন যুবক একই বাইকে করে যাচ্ছিলো। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ নাগেরজলায় তাকে আটক করে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে না পারায় অভিযুক্তকে ২০০ টাকা জরিমানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য প্রশাসনে রদবদল, পশ্চিম আসনে অপসারিত আরও-এর ঠাঁই হল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্য প্রশাসনে রদবদল হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে অপসারিত রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ মাহাত্মের ঠাঁই হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে। তাঁকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর পদের দায়িত্ব থেকে ডাঃ শৈলেষ যাদবকে সরানো হয়েছে। এই দুই আধিকারীক নানা বিতর্কে জড়িয়ে যাওয়ায় প্রশাসনিক রদবদলে তাঁদের দপ্তর বদল করেছে ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়েছে পশ্চিম আসনে ভোট নিয়ে। বিরোধীরা ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে এখনো পশ্চিম আসনে পুনঃ ভোটের দাবিতে অনঢ় রয়েছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে নজীর বিহীনভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া কলংকিত হয়েছে। তার দায় পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসারের উপরও বর্তায়, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ঘোষণা দেওয়ার পর ভোলবদল করেছেন ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে অপসারিত রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ মাহাত্মে। শুধু তাই নয়, ৪৩৩টি বুথে ভোটে গড়মিল পাওয়া গিয়েছে এমন রিপোর্টও তিনি নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছেন। তাছাড়া ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক কমিশনে তাঁর বিরুদ্ধেই রিপোর্ট দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই, নির্বাচন কমিশন সন্দীপ মাহাত্মেকে নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিৎ বলে মনে করেছে।

নির্বাচন কমিশন পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার পদের দায়িত্ব থেকে সন্দীপ মাহাত্মেকে অপসারিত করে তাঁর স্থালাভিষিক্ত করেছে পূর্ব আসনের রিটার্নিং অফিসার বিকাশ সিংকে। এদিকে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শরদিন্দু চৌধুরীকে নির্বাচন কমিশন পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব দিয়েছে।

কমিশনের নির্দেশে যেহেতু কোন নির্বাচনী কাজে সন্দীপ মাহাত্মেকে নিযুক্ত করা যাবে না, তাই ত্রিপুরার সরকারের সাধারণ প্রশাসন তাঁকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি আয়ুষ্মান ভারতের মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এদিকে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে ডাঃ শৈলেষ যাদবকে। ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিনি এখন থেকে শুধু আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার পদের দায়িত্ব সামলাবেন।

রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি, দূর্ভাগ্যজনক বললেন মেয়র-ইন-কাউন্সিলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধ, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চরম অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছে পুর নিগম। শুধু তাই নয়, পুর নিগমের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ দুর্ভাগ্যজনক বলেও তোপ দাগেন মেয়র-ইন কাউন্সিলাররা। তাঁরা বিদ্রুপ করে বলেন, রাজ্যের নির্বাচিত প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্পর্কে জানেন তা মানতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পুর নিগমের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর একটি চিঠি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ওই চিঠিতে পুর নিগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি ছিল। সে-বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন পুর নিগমের মেয়র-ইন কাউন্সিলাররা। ফলে, তাঁরা ত্রিপুরা সরকারকে বিঁধতে কোনও কসুর রাখেননি। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রসঙ্গে নিগমের তিন মেয়র-ইন কাউন্সিল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। নিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিল ফুলন ভট্টাচার্যের কথায়, ত্রিপুরার নির্বাচিত প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্পর্কে জানেন না তা মানতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। সাথে যোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন কোনও চিঠি আমরা পাইনি। তবে, যদি মুখ্যমন্ত্রী পুর নিগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে থাকেন তা-হলে কেন তিনি নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কথা বলেছেন তা বুঝতে পারছি না।

এদিকে, নিগমের মেয়র-ইন কাউন্সিল সমর চক্রবর্তীর কথায়, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা দেখা করতে পারিনি। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্বেও রয়েছেন। অথচ, আজ পর্যন্ত আমাদের তিনি সময় দেননি। তাঁর বক্তব্য, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বছরে ২/৩ বার বৈঠক হয়েছে পুর নিগমের। তাছাড়া, নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়ই বৈঠক হত। কিন্তু, এখন কোনও বৈঠকই হচ্ছে না।

তিনি বলেন, পুর নিগমের বহু সমস্যা রয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর টুয়েপ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। আগে ৬৫:৩৫ অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ হত। কিন্তু এখন নীতির পরিবর্তনে ৫০:৫০ অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ করছে রাজ্য সরকার। ফলে, কাজও কমে গিয়েছে। তাছাড়া, শেয়ার অব ট্যাক্সেসও কমে গিয়েছে।

এ-বিষয়ে এক তথ্য তুলে ধরে মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে টুয়েপ প্রকল্পে চতুর্দশ অর্থ কমিশন থেকে পেয়েছি ৩৮ কোটি টাকা। কিন্তু ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা কমে পেয়েছি ২১ কোটি টাকা। তবে, এ-বছর কী পরিমাণ অর্থ পাব তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সাথে তিনি আরও জানান, শেয়ার অব ট্যাক্সেস থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রয়োজন ছিল ৪১ কোটি টাকা, পেয়েছি ৩৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেও প্রয়োজন ছিল ৪৮ কোটি টাকা, পাওয়া যাবে ৪২ কোটি।

মেয়র-ইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা। ছবি নিজস্ব।

চিটফান্ড মামলার বিচার প্রক্রিয়ার জন্য তিন জেলায় আরও তিনটি আদালত গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। চিটফান্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলাগুলি বিচারের জন্য রাজ্যের আরও তিনটি আদালত গঠন করা হয়েছে। তিন জেলায় তিনটি আদালত হচ্ছে। এই আদালতগুলি হচ্ছে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া জেলা ও দায়রা আদালত, খোয়াই জেলার জেলা ও দায়রা আদালত এবং আমবসায় ধলাই জেলা ও দায়রা আদালত। রাজ্য সরকারের আইন দপ্তরের তরফ থেকে গত ২ মে এফ.২ (৫) -ল/ইএসটিটি.২/ ২০১০(পার্ট)/ ৩৮৬৭-৯১২ বিজ্ঞপ্তি মূলে এই আদালত গঠনের বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই আদালত গঠন করা হয়েছে মূলত দ্য ত্রিপুরা প্রোটেকশন অফ ইন্টারেস্ট অফ ডিপোজিটরস (ইন ফিনান্সিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট) অ্যাক্ট-২০০০ মূলে। এই আদালত গঠন করা হলে চিটফান্ড সংক্রান্ত যাবতীয় মামলাগুলির বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট জেলার মামলাকারীদেরও অনেকটা সুযোগ সুবিধা মিলবে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও এই আদালত গঠন উপকারীই হবে বলে দাবি তথ্যাভিজ্ঞ মহলের।

প্রসঙ্গত, চিটফান্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। কিছু মামলা সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। যদিও সিবিআই ওই মামলাগুলি নিয়ে ইদানিংকালে তেমন কোন তৎপরতা দেখাচ্ছে না। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিবিআই রাজ্যে চিটফান্ড তদন্তে এসেছিল। তখন বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২০৩ ▫ ৬ মে ২০১৯ ইং ▫ ২২ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আশংকিত রামমাধব

লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফাও শেষ হইবে। আগামী তেইশে মে সেই ব্রাহ্ম মুহুর্ত। গণদেবতার রায় ঘোষিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সুপ্রিমো অমিত শাহ দেশ জুড়িয়া নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে জোর গলায় বিজেপির বিপুল জয় সম্পর্কে গভীর আশা ব্যক্ত করিয়াছেন। বিরোধীদের মহাজোটের কোনও দেখা নাই। ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বিরোধীরা। কিন্তু, তবু কোনও কোনও মহল নিশ্চিত যে, এইবার বিরোধী শক্তিই কেন্দ্রের মসনদ দখল করিবে। এত অনৈক্য, বুঝাপড়ার অভাব, ন্যূনতম কর্মসূচী যেখানে নাই সেখানে বিরোধী ঐক্য কিভাবে গড়িয়া উঠিবে? অতীতে দেশের মানুষ খিচুরী সরকারের বিড়ম্বনা মানুষ দেখিয়াছে। তবু, অনৈক্য ইত্যাদি সমস্যায় নিমজ্জিত বিরোধী দলই যদি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করিয়া বসে তখন কি হইবে? এই যখন বিরোধী অনৈক্যের চিত্র তখন তো বিজেপি দল অনায়াসেই জয় পাইবার কথা। কিন্তু, বিজেপি নেতাদের মুখে কোনও রা নাই। রাজ্যে পালা বদলের পর মাত্র এক বছর কয়েকমাসেই বিরোধী শক্তি মাতিয়া উঠিল কিভাবে? কিভাবে কৈলাসহরে ঊনকোটি জেলা বার এসোসিয়েশন নির্বাচনে বিজেপির সব প্রার্থীরাই ধরাশায়ী হইল? কি কারণে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীরা ব্যাপক রিগিং এর অভিযোগ আনিতে পারিল? পশ্চিম আসনে পুণঃভোটের দাবীতে কংগ্রেস সিপিএম জোর গলায় দাবী চালাইয়া যাইতেছে। পশ্চিমে কত বুথে পুণঃভোট হইবে তাহা ঘোষণাতে বিলম্ব হওয়ায় কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটে সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছে কংগ্রেস ও সিপিএম। কংগ্রেস আশা করিতেছে পূর্ব আসনে জয় তাহারা পাইবেই। কিন্তু, পশ্চিম আসনে বিরোধীরা যে রিগিং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ আনিয়াছে তাহা তো কার্য্যত স্বীকার করিয়া নিয়াছে নির্বাচন কমিশন।

ভোট নিয়া এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাম মাধবের মন্তব্য ঘিরিয়া রাজনৈতিক মহলে জোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাজ্যের কয়েকটি কাগজে (জাগরণ নহে) বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাম মাধবের প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোড়ন আনিয়াছে। এক সাক্ষাৎকারে রাম মাধব আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিজেপি একা এইবার কেন্দ্রে সরকার গড়িতে পারিবে না। শরিক দলগুলির সমর্থন ছাড়া কেন্দ্রে সরকার গড়িতে পারিবে না বিজেপি। এই আশংকা অকপটে জানাইয়া দিয়াছেন বিজেপির এই সর্বভারতীয় নেতা। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজনাথ সিং বিজেপির বিপুল জয় সম্পর্কে আশা ব্যক্ত করিয়া যাইতেছেন। রাম মাধব হঠাৎ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দাবীর বিপরীত পথে হাটিতেছেন কেন?

সোজা কথায় পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়াইয়া কথা না বলিলে আসল সত্যকে আড়াল করিবার চেষ্টাই হয়। সোজা কথায় ভাবের ঘরে চুরি। বিজেপি একক ভাবে ক্ষমতায় আসিতে পারিবে না এই আশংকাই রামমাধব যদি প্রকাশ করিয়া থাকেন সেখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেওয়ার বিষয় বা আশংকা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই সংকট মোকাবেলা কঠিন হইয়া উঠে। নির্বাচন পর্ব সম্পূর্ণ ভাবে শেষ না হইলেও ফলাফল নিয়া জল্পনা চলিতেছে জোর কদমে। কেন্দ্রে পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন ইহাই এখন দেখিবার বিষয়। এতদিন জনমন প্রাণ খুলিয়া হাসিত পারিত না। রাম মাধব যদি বলিয়াই থাকেন তাহা হইলে তাঁহার আসল শক্তি কোথা হইতে আসিল? রাজ্যের বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএম ত্রিপুরায় মৃদু বিপ্লব চালাইতেছে। রাম মাধবের বক্তব্য ত্রিপুরা সহ দেশের সব মানুষই কম বেশী উজ্জীবিত হইতে পারে। কারণ, বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা রাম মাধব সত্যি কথা বলিবার সাহস দেখাইয়াছেন।

রমজান মাস উপলক্ষ্যে অসমে সরকারি কার্যালয়ের সময়সূচি বদল

গুয়াহাটি, ৭ মে (হি.স.) : আজ থেকে শুরু হয়েছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র রমজান মাস। রমজান মাস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সরকারি কর্মচারীদের জন্য তাঁদের কার্যালয়ে ছুটির সময় পাঁচটার পরিবর্তে ৪.৩০ মিনিট করা হয়েছে। তাছাড় ওই সব কর্মচারীরা বন্ধের দিন ছাড়া তাঁদের কার্যালয়ে আসার সময় সকাল ৯-টা ধার্য করেছে সরকার। প্রসঙ্গত, গতকাল সোমবার (৬ মে) আজ থেকে রমজান মাসের ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় হিলাল কমিটি। আকাশে চাঁদ দেখে কেন্দ্রীয় হিলাল কমিটি কর্তৃক ঘোষণা অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার ভোররাত থেকে রমজান মাসের শুভারম্ভ হয়েছে। ত্যাগ ও সংযমের মাস হিসেবে পরিগণিত রমজান মাস উদযাপনের জন্য ইসলামধর্মী জনতার মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।এদিকে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতি যোগে রাজ্যের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের

কলকাতা, ৭ মে (হি.স): বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিপাকে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল। ভাঙড় ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, তৃণমূল নেতা নজরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, বাড়িতে না থাকায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেন এবং ভোট পরবর্তী সময়ে দেখে নেওয়ার কথাও বলেন। নজরুল ইসলাম সোমবার গভীর রাতে ভাঙড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, ৪ মে দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ায়, প্রাণগঞ্জ পঞ্চায়েতের মরিচা গ্রামে বিকাশবাবু নজরুল ইসলামের বাড়িতে যান। বাড়িতে তাঁকে না পেয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সিপিএমের দলীয় পতাকা যাতে খোলা না হয়, তা জানিয়ে আসেন। এরপরেই নজরুল ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ ৩ জনের নামে। তাঁর অভিযোগ, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য যে দিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না।

দিনহাটায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম যুবক

দিনহাটা, ৭ মে (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটা থানার ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা এলাকায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর জখম রতন বর্মন বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ দিনহাটা-কোচবিহার রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভেটাগুড়ি থেকে রতন বাইকে করে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিলেন। আমতলা এলাকায় বাইকটি একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে যায়। সেই সময় উলটো দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানটির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর জখম হন বাইক আরোহী রতনকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা।

গ্রীণহাউসের চর্চা বিশ্ব জুড়ে

ডা: সাধনা সরকার

শিল্পোন্নত দেশ গুলি আজ বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ নির্বিচারে লুন্ঠন করছে, গাছ পালা বনজঙ্গল কেটে বসতি গড়ছে, কলকারখানা আর যানবাহনের দূষিত গ্যাস ও ধোঁয়া পৃথিবীর বায়ুমন্ডলকে অহরহ দূষিত করে তুলছে। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় মানুষের জীবনে দেখা দিচ্ছে নানা বিপর্যয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় বাতাস, সমুদ্র, নদী, হ্রদ, স্থলভাগ, অরণ্যস্থল ও বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকুল। জীবেদের সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজন বাতাসে একটা নির্দিষ্ট হারের অক্সিজেনের অস্তিত্ব, নির্মল পানীয় জল এবং প্রচুর গাছপালার উপস্থিতি। একমাত্র গাছেরাই পারে জীবজগতের নিসৃত কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় বাতাসে। কিন্তু মানুষ তার স্বাচ্ছন্দ লাভের জন্য বনসম্ভার ধ্বংস করে কলকারখানা স্থাপন করছে। কলকারখানার নির্মাণ থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস এবং পরিত্যক্ত দূষিত জল আকাশ ও নদীর জলকে দূষিত করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মোটরগাড়ি ও লরীবাসের ধোঁয়ায় বড়ো বড়ো শহরের বায়ুমন্ডল দূষিত হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। এমনি এক পরিবেশ দূষণের নাম 'গ্রীনহাউস এফেক্ট'।

আপাতসুখকর বহু জিনিস আছে যা মানুষের চিন্তালদ্ধ ফসল গুলির মধ্যে পড়ে। প্রেমানন্দে মানুষ সেটাকে গ্রহণ করেছে। সত্যি বলতে কি আসলে সেটা মানুষের স্থায়িত্বকালকেই বিপন্ন করে তুলেছে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমান বৃদ্ধি বা 'গ্রীনহাউস এফেক্ট' সৃস্টি তার মধ্যে অন্যতম। খুব সহজ করেই বলা যায় এটি মানুষের তৈরী তাপ-দূষণ সমস্যা। কোটি কোটি বছর ধরে বাতাসের যে কার্বন মাটির তলায় জীবাস্মরূপে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ভান্ডারের সৃষ্টি করেছিল, সেটা মাত্র কয়েক'শ-বছরের মধ্যে অতি ব্যাপকহারে বাতাসে ফিরিয়ে দেবার ফলেই মূলত এই সমস্যাটির সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে যে সমস্ত জটিল অন্তহীন সুদূরপ্রসারী সমস্যা মানুষের হাতে সৃষ্টি হয়েছে, 'গ্রীনহাউস এফেক্ট' তার মধ্যে অন্যতম একথাটি আমাদের সকলকে স্বীকার করতেই হবে নির্দ্ধিধায়। বর্তমানে সকল দেশের সকল মানুষই এই সমস্যাটির সঙ্গে অল্পবিস্তর জড়িত। পৃথিবীর জীবজগতের সামনে এ যেন এক পূর্ব নির্ধারিত বিপর্যয়রূপে দেখা দিয়েছে। এমনটাই মনে করেন বিজ্ঞানীরা। বলতে দ্বিধা নেই যে গত শতাব্দীর শেষ থেকেই বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশও করেছিলেন যে ব্যাপক হারে কয়লাকাঠ পেট্রোলিয়ম পোড়ালে উদ্ভিত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর গড় তাপমান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ১৯৭২ সালে স্টকহোমে যখন প্রথম আন্তর্জাতিক মানব পরিবেশ সংরক্ষণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তখন এই সমস্যাটি নিয়ে কোন আলোচনাই হয়নি। শুধু কি তাই, পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে কোন বিষয়ই ঐ সম্মেলনের আলোচন্যসূচীর অন্তর্গত ছিলনা।

সৌর বিকিরণ হল পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস। সূর্য থেকে আপাতত আলোকরশ্মির যোগান ও অপসারণের মাত্রার উপর পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। দিনের বেলায় সূর্যকিরণ সূর্য থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আসে ও রাত্রিবেলায় পৃথিবী থেকে বিকিরণ হয়। বায়ুমন্ডলের স্বাভাবিক গ্যাসীয় উপাদান তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষায় কোন বিঘ্ন ঘটায় না। পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় স্বাভাবিক উষ্ণতা হল $_{15'c}$ । পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এমন কিছু গ্যাস আছে যারা সূর্যরশ্মির শক্তি শোষণ করে ধরে রাখতে পারে যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড $_{(so2)}$ জলীয় বাষ্প, মিথেন $_{(cH4)}$ সালফাইর ডাই-অক্সসাইড $_{(So2)}$ নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। সাধারণত এই গ্যাস গুলির পরিমাণ খুব কম থাকে স্বাভাবিক প্রকৃতিতে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশে এই গ্যাস গুলির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। শিল্পোৎপাদন, যানবাহন প্রভৃতির পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে এই গ্যাস গুলি বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ সারা বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। তাই আজ সূর্যকিরণ থেকে পৃথিবীতে গৃহীত তাপের পরিমাণ বেশ বেড়েছে। সাথে সাথে এটাও সত্য যে এই গ্যাস গুলি শক্তিকে ধরে রাখতে পারে তাই সমস্ত তাপ বর্জিত হতে পারে না। ফলে দিন দিন পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপের পরিমাণ উদ্বৃত্ত হচ্ছে এবং পৃথিবীর উষ্ণতারও বৃদ্ধি হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে আজ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায়৫০ সি বেড়ে গেছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাবার ফলে জীবজগতের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও শীতল মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ গলে জলে পরিণত হচ্ছে। ফলে সমুদ্রের অগাধ জলরাশির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্র উপরকুলবতী অঞ্চল গুলি প্লাবিত হচ্ছে। এভাবে যদি তাপমাত্রা বেড়েই চলে তাহলে বরফ গলার কারণে সমুদ্রতল আরও বৃদ্ধি পাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। সেই জন্য সমুদ্রোপকুলবর্তী দেশ গুলির অনেক ভূখন্ড জলের তলায় চলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

ভাবতেও অবাক লাগে যে সুইডিশ বিজ্ঞানী সভ্যানতে অ্যার হেনিয়াস ১৮৯৬ সালেই প্রথম আশঙ্কা প্রকাশ করেন ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে যে কার্বন -ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ জমেছে, তারফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এক বিপর্যয়কর সীমায় পৌঁছতে পারে। ১৯৩০ এর দশকে তো ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণা করেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন বায়ুস্তরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাপ করা হয় ১৯৫৮ সালে স্ক্রীপস ইনস্টিটিডট আর ওসানোগ্রাফি থেকে । দেখা যায় সেখানেও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের লক্ষ্যণীয় বৃদ্ধি।

জলজীবনের উপর প্রভাব:- গ্রামগঞ্জের জীবনদায়িনী বনসম্ভার ধ্বংস করে গড়ে উঠছে শহর ও মহানগর। এই সব শহরের কলকারখানা এবং যানবাহনের নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস, ধোঁয়া আবহমন্ডলকে যেমন করছে দূষিত তেমনি মানবজীবনে দেখা দিচ্ছে এর বিষময় প্রতিক্রিয়া। বায়ুমন্ডলের সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ক্লোরোফ্লরো কার্বন সমস্ত কিছুই প্রকৃতির ক্ষয়কারী যা মানুষের তৈরী স্ট্রাকচার ধ্বংস করে। ৮০-এর দশকে ভুপালে বিষবাষ্পের কবলে পড়ে যে মরণ যজ্ঞ ঘটল তা যেমন ভয়াবহ তেমনি ভয়ঙ্কর। যারা মরল তারা মরে বাঁচল আর যারা বেঁচে রইল তাদের অথর্ব, পঙ্গু ও অন্ধত্ব এসব যন্ত্রণার আর্তনাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

বায়ুমন্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে আছে নানা গ্যাসীয় বস্তুর অস্তিত্ব। তার মধ্যে ওজোন অন্যতম প্রধান। সেই ওজোনের স্তর ছাতার মতো পৃথিবীকে আবেষ্টন করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে।

আমরা প্রতিদিন এক একজন মানুষ ১৫ কিগ্রা বায়ুগ্রহণ করি। পৃথিবীর সমতলের বায়ু দূষিত হলে আমাদের দেহে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে বাধ্য। তার ফলে আমাদের নানা রোগব্যাধি ভোগ করতে হয়। বড়ো বড়ো শহরের কলকারখানার ধোঁয়ায় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে সেটা বায়ুকে করছে দূষিত। গাছপালা ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে আর পরিবর্তে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। কিন্তু দিন দিন শহরের ও শহরতলীর গাছপালা প্রায় নির্মূল হওয়ায় তাপমাত্রা যেমন বাড়ছে তেমনি ঝড়, আকাল বর্ষণ শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি জনজীবনকে করছে ভারাক্রান্ত।

সভ্যতার নিত্য ক্রমবর্ধমান দাবীতে অরণ্য সম্পদ যে হ্রাস পাচ্ছে সে তো আমরা দেখেও দেখছি না। জেগে ঘুমোনোর মতো অবস্থা। ফলে যেটা ঘটছে তা হল মাটির জলধারণের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক এই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় জনজীবন হচ্ছে বিপদগ্রস্থ।

ভারত তো ১৯৮১ সালেই কেন্দ্রীয় স্তরে পরিবেশ দূষণ রোধের বিশিষ্ট বিভাগ খুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ও ১৯৮২ তে এই বিভাগ খোলা হয়েছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনও রচিত হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় জনমত এখনও তেমন সচেতন হয়ে ওঠেনি।

বায়ুমন্ডলে $_{co2}$ এর ঘনত্ব বৃদ্ধির অর্থই হল তাপমাণ বৃদ্ধি। এমনিতে বাতাসে $_{co2}$ এর ঘনত্ব অবশ্য খুবই সামান্য থাকে। শতকরা মাত্র ০'০৩৫ ভাগ (আয়তন হিসাবে) বা ৩৫০ পি পি এম। ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত রাখে ১২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে এই কার্বন ডাই অক্সাইড'ই। প্রতি বছরই বাতাসে কার্বন ডঅওই অক্সাইড এর ঘনত্ব বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষায় জেনেছেন ১৯৯০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রাও বেড়েছে ০'৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যাচ্ছে বরফ যুগের কথা। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা। ১৫ সি থেকে মাত্র দু ডিগ্রী কমে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে বরফ যুগের সৃষ্টি হয়েছিল আঠার হাজার বছর আগে। তাই ০'৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জানা যায় পৃথিবীর বাতাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস যদি আদৌ না থাকত তাহলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নেমে আসত হিমাঙ্ক বিন্দুর ধাচে ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। এমন পরিবেশে জীবনের সৃষ্টিই হয়ত সুন্দর হত না। তবে এটাও ঠিক কেবলমাত্র সি'ও একা নয়, তার সঙ্গে মিথেন ক্লোরোফ্লুরোকার্বন নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি মিলেমিশে ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যখন আলোক রশ্মি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে তখন এই গ্যাস গুলি বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐ আলোক রশ্মি যখন ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয় তখন তার অধিকাংশই দীর্ঘ তরঙ্গযুক্ত তাপরশ্মি বা অবলোহিত রশ্মিতে পরিণত হয়। তখন এই গ্যাস গুলি খুব সক্রিয়ভাবে ঐ তাপরশ্মি বা ইফ্রারেডরে শোষণ করে নেয়, এবং ঐ তাপ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাই বাতাসে এই গ্যাস গুলির ঘনত্ব বাড়লে তাপমাত্রা যে বেড়ে যাবে সেটাতো সহজেই বলা যায়।

মাইকেল সমাচার ও চুল ছাঁটা

বিজনকুমার ঘোষ

রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেকালে সৌখিন ঘোড়ার গাড়ি চড়ে শহরের সবচেয়ে দামি সেলুনে এসে ঢুকতেন তারসঙ্গে এক মুঠোয় পকেট থেকে বা টাকা পয়সা ওঠে সব দিয়ে দিতেন ভাড়া। আর চুল ছাঁটাইটা মনের মতো হলে একটা আস্ত মোহরই দিয়ে বসতেন। বন্ধুরা অনুযোগ দিলে মাইকেল হেসে বলতেন, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে কাউকে শুনে পয়সা দেয় না।

এতো গেল মাইকেল সসমাচার। হালের কবি সাহিত্যকরা কে কোথায় ছাঁটেন, কত ব্যয় হয়, সে সম্পর্কে আমার একবার কৌতুহল হয়েছিল। তাই প্রথমেই যাই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর বক্তব্য, আমি ভাই প্রথমে যেতাম পাড়ার সেলুনে। সেখানে দেখি বেশ চমকের একটি আড্ডা। আমাকে দেখে ওরা বিরক্ত হত। পরে গেলাম ধর্মতলার এক নাম করা সেলুনে । চুলগুলি আচ্ছা সে দলাই মলাই করে ফুলিয়ে ফাঁফিয়ে দিল একজন। তারপর এলেন হেড ছাঁটার। তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে চুলির গতিপ্রকৃতি নিরীক্ষণ করলেন ঝাড়া দশ মিনিট। অর্থাৎ কোন দিক থেকে কাঁচি ক্ষুরের আক্রমণ শানানো হবে তারই সমীক্ষা। চুল কাটতে পরেও রেহাই নেই। ম্যাসেজ নয়তো যেন কুস্তির রদ্দা। মাথাটাকে আচমকা ডানদিকে ঘুরিয়ে ফ্যাঁক, বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ফ্যাঁক দুইরকম আওয়াজ বার করার পরে শেষে ছাড় গেলাম। আমিও গেলাম করে চিরবিদায় নিলাম। এখন আমি নিজের চুল নিজে ছাঁটা প্রকল্পে বিশ্বাসী। প্রথমে চুলগুলি ডানদিকে জড়ো করে কাঁচি দিয়ে ঘ্যাচাং, বাঁর দিকেও ওইভাবে ঘ্যাচাং। মাথার ওপর ঝুঁটি তুলে ঘ্যাচাং। ব্যস, হয়ে গেল। চুল কাটলে কাঁচির ধার নাকি কমে যায়। তাই দের কাঁচিটা খুব সাবধানে জোগাড় করতে হয় অনেকে বেশ তারিফ করে। সেলুনের নাম জানতে চায়। আবার অনেক সময় কোদাল কোপানোর মতো দেখতে হয় মাথাটা। নাম দিয়েছি কোপাই ছাঁট। কিছুদিন মন মরা হয়ে থাকি। তারপর চুল উঠে জায়গাটা মেকআপ করে দিলে আগেকার ফুরপুরে মুড ফিরে আসে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এসপ্ল্যানেডে এক সেলুনে দীর্ঘকাল ধরে যাতায়াত করেছেন। তাঁর চুল যে কোনও মহিলাকেও লজ্জা দেয়। মাথা জোড়া ঘন বুগেট, গোঁড়াও অতি শক্ত। টানলেও ছেঁড়ে না। টানলেও ছেঁড়ে না। বিজ্ঞাপনদাতারা এইরকম চুলই পছন্দ করেন। ছাঁটাইয়ের পরে স্তূপাকার চুল দেখতে পাশের দোকান থেকেও লোক আসে। তখন ১০ টাকা রেট ছিল। সঙ্গে বেদনা নিরোধক ফ্রি ম্যাসাজ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যোধপুর পার্কের এক সেলুনে নিয়মিত যেতেন। তখন রেট ছিল ১০ টাকা। এখন কলকাতা বা চারপাশে কোথাও ওই রেট নেই। যেমন তেমন সেলুনে কমপক্ষে ১২ টাকা। ১৯৫২ সালে আমি স্বয়ং কেওড়াতুলায় বাস্তুহারা যা মার্কেটে ৪ আনা দিয়ে চুল ছেঁটে একসের খাসির মাংস এক টাকা বারো আনা দিয়ে কিনে চেতলাহাট রোডের বাড়িতে ফিরেছি। ওই সেলুন কিন্তু ইটালিয়ান ছিল না। কাঠের চেয়ারের সামনে ভাঙা যায়না ঝেলানো থাকত গাছের ডালে। তবে ক্ষুর কাঁচি মেরে পাউডারের বদলে ঘাড়ে খানিকটা আটা মাখিয়ে দেওয়া হত। শুনেছিলাম আগে এখানে চুল দাড়ি গোঁফের জঙ্গল সাফ হত মাত্র দু'আনায়। শীর্ষেন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, চুল কাটার সময় গল্পেরপ্লট ভাবেন নাকি? উনি ঝুমুর গানের স্টাইলে হাসেন, নানা, মাথাটাকে সম্পূর্ণ ভারহীন করে জমা দিয়েরাখি। কিছুই ঢোকে না তখন কাঁচির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ছাড়া ভিড় এড়াতে শেখর বসু নারকেলডাঙার সেলুনে যত ভোরেই যান, গিয়ে দেখেন অন্তত আটজন বসে আছেন। রেট তখন সাড়ে ৪টা । বড্ড বকবক শুনতে হয়। শেখর বসু এখন সল্টলেকের বাসিন্দা। রেট ২০ টাকা।

শিল্পী শ্যামল দত্তরায় একদিন সেলুনে গেছেন। তাঁকে একজন বলল, স্যার, একটু ওয়েট করতে হবে, অঅর্টিস্ট টিফিন করতে গেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ তখন ভবানীপুরে দেনা ব্যাঙ্কের ওপরে থাকেন। সেলুনে গেছেন। সেলুনওয়ালা বলল, স্যার, এই চেয়ারটা বাদ দিয়ে বসুন,এক বড় জার্নালিস্ট এক্ষুনি এসে পড়বেন, ফোন করছিলেন। কৌতুহল হল, লোকটিকে? একটু করে দেখলেন, তাঁরই অফিসের এক ট্রেনি সাংবাদিক। গৌরকিশোর ঘোষ একসময় সিকে মার্কেটে ৫ টাকা দিয়ে চুল ছাঁটতেন। উনাদের দাড়ি রাখা শুরু করতেই ব্লেড কোম্পানী তাঁর ওপর বেজায় খাপ্পা। হিরানীশ গোস্বামী বললেন, মেয়ের বিয়ের চিন্তায় আমার যে কটা চুল ছিল সব উঠে গেছে। খরচ এখন একদম নিল। চুল গজাতে তখন ওসব দেখা যাবে। তৎকালীন ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান এবং বিখ্যাত প্রাবন্ধিক চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের মাথায় ৬০০টি চুলও ছিল কিনা সন্দেহ। তবু রেট ৬ টাকা। অর্থাৎ চুল প্রতি এক নয়া বয়স। বার পাঁচেক তাগাদা দেওয়ার পর তবে উনি বাড়িতে আসেন।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মনে করেন সেলুনে গিয়ে বসে থাকাটা সময়ের অপব্যয়। আগের মতো সে চুলও আর নেই। তবু বছরে দু'বার তো যেতেই হয়। ১০ টাকা লাগত। এখন বারাসতের মতো জেলা সদরেই ছোট সেলুনে ১৫ টাকা বড় সেলুনে ২০। সেলুন মানে মাথার ওপর ফ্যান, রিভলবিং চেয়ার, গোলাপ জল এবং খবরের কাগজ। সেলুনে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকাটা খুবই বিরক্তিকর। একটা সময়ে কলকাতার সেলুন মহলে বরিশালের লোকদের খুব আধিপত্য ছিল। খদ্দের ধরে রাখার জন্য বকবক করাটা তাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। এরা সাধারণত সবজান্তা হয়ে থাকে। প্রথমে খেলা দিয়ে শুরু, ইস্টবেঙ্গল এই বার লীগ পাইতে মনে করতাছেন। খদ্দের যদি মোহনবাগানী হল তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, খেলাছিল বটে ১৯১১ সালে, আরে অভিলাষ ঘুটের বাড়ি তো আমাগো পাশের গেরু মে। খদ্দের যদি 'হ্যা' 'না' কিছুই না বলেন তো রাজনীতির বিশাল মাঠ পড়ে আছে। আসার সময় মোক্ষম মন্ত্র, আইচ্ছা নমস্কার, সামনের বার আপনারে ইউ কে ছাঁট (উত্তমকুমার) মাইরা দিমু।

চুল ছাঁটাই মোটেই কঠিন কাজ নয়। প্র্যাকটিশের ওপর নির্ভর করে। একদা আমিও বেশ রপ্ত করেছিলাম। জগদ্দুর্লভ মুখোপাধ্যায় আমার অনেক দিনের বন্ধু জগবন্ধু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আপনভোলা টাইরোর মানুষ। ওসব কোপাই ছাঁটের পরোয়া করতেন না। ছেলে এসে খবর দিত, কাকু, বাবার চুল বড় হয়েছে। শোনামাত্র আমি কাঁচিখানা সম্বল করে ছুটে যেতাম। বারান্দায় জায়গা ফিট করে খবরের কাগজ ফুটো করে মাথা গলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর খুচ ক্যাচ খুচ কযাচ। হাফটাইমে আমার রেট আসত রান্নাঘর থেকে, এক কাপ চা দু'খানা থিন অ্যারারুট বিস্কুট। একদিন পাশের বাড়ির একটি মেয়েবলেছিল, ও পরামানিক দাদা, আমার বাবার চুলটা একটু কেটে দেবেন? জগদ্দুর্লভদার বড়ছেলের বিয়ে সামনের মাসে। বিয়েতে পরামানিক দরকার হয়। নগদ দশটি টাকা ও একখানা কোরা ধুতি। আশায় আশায় ছিলাম, ওসব তো আমারই পকেটস্থ হবে হা কপাল, বরযাত্রীর বাসে দেখি আমার আগেই পাড়ার এক পরামাণিক উঠে বসে আছে। মাত্র ৭৬ বছর বয়সে জগদ্দুর্লভদা ওপারে চলে গেলেন। আমিও রেট দারুণ রকম কমিয়ে দিয়েছি, মাত্র এক কাপ চা। তবু সবাই এড়িয়ে চলে। পাড়ায় সাহসী লোকের একান্তঅভাব। তবু আমার টুপিতে একটু দুরন্ত পালক, মানময়ী গার্লস স্কুল এর লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ছেলে রমেন মৈত্রের চুল একাধিকবার ছেঁটে দিয়েছি অফিসের বারান্দায় । সেসব এখন স্মৃতি। এখন বিয়ের মাস। চারদিকে সানাইয়ের সুর আর ফিলমি গান। নার্সিংহোমের মতোই শহরের আনাচে কানাচে গজিয়ে উঠেছে বিউটি পার্লার। মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে সুন্দরী হবার অপেক্ষায়। বালিগঞ্জ এলাকায় এয়ার কন্ডিসন্ড বিউটি পার্লারের রেট কার্ড দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওখানে গিয়ে কনে সাজালে এক হাজার, বাড়ি চলে দুই হাজার। গেল, পাড়ার যে সব বৌদি কনে সাজানোয় নাম কিনেছিলেন, তাঁদের দিন গেল কনেরাও বিউটি পার্লারের লোক চায়। (দৈঃষ্টেঃ)

মঙ্গলবার লোক জনশক্তি পার্টির আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ফের স্বস্তি পেলেন কার্তি চিদম্বরম, আমেরিকা-স্পেন ও জার্মানি যাওয়ার অনুমতি প্রদান সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আবারও স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরমউ তবে, কড়া শর্ত দিয়ে কার্তিকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্টউ শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিদেশে যাওয়ার আগে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে ১০ কোটি জমা রেখে যেতে হবে তাঁকেউ ১০ কোটি টাকা জমা রাখার পরই মে থেকে জুন মাসের মধ্যে আমেরিকা, স্পেন এবং জার্মানি যেতে পারবেন কার্তি চিদম্বরমউ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় অর্থ তছরূপের অভিযোগ রয়েছে কার্তির বিরুদ্ধেউ কার্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)উ প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ মঙ্গলবার কার্তিকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেউ প্রধান বিচারপতি ছাড়াও এই বেঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা হলেন-বিচারপতি দীপক গুপ্তা এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাউআমেরিকা, স্পেন ও জার্মানি, এই তিন দেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কার্তি চিদম্বরমউমঙ্গলবার শর্তসাপেক্ষে কার্তিকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বেঞ্চ বলেছে, মে থেকে জুন মাসের মধ্যে আমেরিকা, স্পেন এবং জার্মানি যেতে পারেন আপনিউ তবে, বিদেশে যাওয়ার আগে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে ১০ কোটি জমা রেখে যেতে হবে কার্তিকেউ প্রসঙ্গত, এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেও কার্তিকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিজেপির কাছ বড় জয়, দাবি যোগী

আম্বেদকর নগর, ৭ মে (হি.স.) : বিজেপির জন্যই মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকর নগরের জনসভা থেকে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিনের জনসভায় কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, কংগ্রেসের ৫৫ বছরের সঙ্গে মোদী সরকারের পাঁচ বছরের জমানার তুলনা করলে শীর্ষে থাকবেন নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির নেতৃত্বের জন্য বিজেপি সফল হয়েছে মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করতে। ওসামা বিন লাদেনের মতোই তার শেষে শুরু হয়ে গিয়েছে। সপা এবং বিএসপি-কে কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সপা এবং বিএসপি ২০ বছরে যে কাজ করেছে তার থেকে বেশি কাজ মাত্র দুই বছরে উত্তরপ্রদেশে করে দেখিয়েছে বিজেপি। জাতপাত, ধর্মবর্ণের নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে বিজেপি। কিন্তু কংগ্রেস, বিএসপি এবং সপা জাতপাত উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন করেছে। ভোট কাটা রাজনীতি সম্পর্কে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, কংগ্রেসের শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। তারা এখন ভোট কাটা পার্টিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তিন তালাক বিল নিয়েও একযোগ কংগ্রেস, বিএসপি এবং সপাকে কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সপা-বিএসপি, কংগ্রেস সবাই মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলে কিন্তু বিজেপি যখন তিন তালাক বিরোধী বিল যখন বিজেপি সংসদে পেশ করল তখন তারা এর বিরোধিতা করল। মুসলমান মহিলারা যতদিন পিছিয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেশের কোনও উন্নয়ন হবে না। এমন আইন প্রণয়ন করা হবে যাতে করে মহিলাদের কেউ ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

মুজাফফরপুরে হোটেল থেকে উদ্ধার ইভিএম-ভিভিপ্যাট, বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

মুজাফফরপুর (বিহার), ৭ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন, সোমবার বিহারের মুজাফফরপুরের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছে একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয় দু'টি ইভিএম এবং দু'টি ভিভিপ্যাট মেশিনউ কীভাবে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ওই হোটেল পৌঁছলে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে কানাঘুষোউ এ প্রসঙ্গে মুজাফফরপুরের জেলাশাসক অলোক রঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, 'ভোটগ্রহণের সময় কোনও যন্ত্র বিকল হয়ে পড়লে সেগুলি বদলে দেওয়ার জন্য সেক্টর অফিসারের কাছে চারটি ইভিএম, দু'টি ভিভিপ্যাট এবং একটি কন্ট্রোল ইউনিট দিয়ে রাখা হয়েছিলউ দু'টি ইভিএম বিকল হয়ে যাওয়ায় উনি সেগুলি বদলেও দিয়েছিলেনউ তারপর তাঁর গাড়িতে রাখা ছিল আরও দু'টি ইভিএম ব্যালোটিং ইউনিট, দু'টি ভিভিপ্যাট এবং একটি কন্ট্রোল ইউনিটউ' জেলাশাসক আরও জানিয়েছেন, 'নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে ওই যন্ত্রগুলি হোটেলের রুমে রাখা উচিত হয়নি তাঁরউ তিনি যেহেতু নিয়ম ভঙ্গ করেছেন, তাই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মুজাফফরপুরের কোনও একটি রুথের ইভিএম অথবা ভিভিপ্যাট মেশিন হঠাত বিকল হয়ে যায়, এর ফলে ভোটগ্রহণের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে সেই জন্য চারটি ইভিএম ও দু'টি ভিভিপ্যাট যন্ত্র রাখা হয়েছিল সেক্টরের ম্যাজিস্ট্রেট অবধেশ কুমারের হেফাজতে।

তিনি রুথ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর গাড়ির চালক বলেন, তাঁকে ভোট দিতে যেতে হবেউ ফলে, ইভিএম ও ভিভিপ্যাট যন্ত্রগুলিকে নিয়ে অবধেশ কুমারকে একটি হোটেলে উঠতে হয়উসেখানেই তিনি রুমে রাখেন ইভিএম, ভিভিপ্যাট ও কন্ট্রোল ইউনিটগুলিউ খবর পাওয়া পর মুজাফফরপুরের ওই হোটেলে যান সাব-ডিভিশনাল অফিসার কুন্দন কুমারউ তিনিই ইভিএম ও ভিভিপ্যাট যন্ত্রগুলি উদ্ধার করেন।

গভীর রাতে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা : রামবানে মৃত্যু তিনজন যাত্রীর, গুরুতর আহত পাঁচ

জম্মু, ৭ মে (হি.স.): রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনাউ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনজন যাত্রীউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিনজন যাত্রীর মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজনউ সোমবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রামবান জেলার উখরাল তেহসিলেউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, মিলাপ সিং, কেশু রাম এবং রাজু সিংউ এছাড়াও গুরুতর আহত পাঁচজন যাত্রী হলেন-রেয়াজ আহমেদ (গাড়ির চালক),কল্যাণ সিং, কার্তার সিং, ফ্লাওয়ার সিং এবং হরি ওমউ গুরুতর আহত অবস্থায় পাঁচজনকে প্রথমে উখরাল পিএইচসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ পরে তাঁদের রামবান জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছেউপদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাত এগারোটা নাগাদ উখরাল তেহসিলের পোগাল পারিস্তানের সীনাবাট্টি এলাকায় দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে যাত্রীবোঝাই একটি গাড়িউ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 'অভিশপ্ত' ওই গাড়ির আরোহী তিনজন যাত্রীরউ এছাড়াও আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেনউ তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ কি কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবোঝাই গাড়িটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিক নিগ্রহ কাণ্ডে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠল জাতীয় স্তরে

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : সংবাদকর্মীদের ওপর আক্রমণের জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলল এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া।

এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত আবেদন করেছে তারা।

পাশাপাশি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দবি তুলেছে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস অফ ইন্ডিয়া (এনইউজেআই)। মঙ্গলবার গিল্ডের তরফে সভাপতি শেখর গুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক একে ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে এই আবেদন করেন। তাঁরা লিখেছেন, সোমবার পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তৃণমূল কর্মী বলে একদল অভিযুক্তর হাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংবাদকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন।

এডিটর্স গিল্ড আবেদন করেছে, দোষীদের শাস্তি দিতে কমিশন এ ব্যাপারে যেন উদ্যোগী হয়। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কর্মরত সাংবাদিকরা যাতে হেনস্থা না হন, সে ব্যাপারে নজর রাখতে তৃণমূল-শাসিত রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেছে এডিটর্স গিল্ড। অন্যদিকে এনইউজেআইয়ের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা জাতীয় প্রেস কমিশনের প্রাক্তন সদস্য প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী এ দিন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে মঙ্গলবার জানিয়েছেন, "কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর গতকাল আক্রমণের দায়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক।"এ ব্যাপারে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং নির্বাচন আধিকারিকদের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছেন।

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের নিন্দা করেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টসের অন্যতম কর্মকর্তা দীপক রায়ও।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রর বিস্ময় প্রতিভা সর্বস্তরে পৌঁছিয়ে দিতে উদ্যোগী এশিয়াটিক সোসাইটি

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি, সেকালের অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সর্বস্তরে, বিশেষতবর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চান সোসাইটি কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্তা, ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানিয়েছেন, "সল্ট লেকে আমাদের নতুন ভবনটি তাঁর নামেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর স্মরণে তৈরি হয়েছে একটি পৃথক গ্যালারি।"রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৩/২৪-১৮৯১) বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রণেতা। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সাফল্যের সঙ্গে নব উদ্ভাবিত প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞান শিখে বিষয়টি নিয়ে বিশদ চর্চা করেন। ভারতীয়দের প্রথমদিককার কয়েকজনের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি মানুষের অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।পারিবারিক দৈন্যদশা থাকা সত্ত্বেও এই সম্ভ্রান্ত পরিবার বাংলার নবাবদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে তিনি সম্মানিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরবর্তীকালে ভারতের সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্যতম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরেজি ভাষায় পান্ডিত্যের জন্য তিনি খ্যাতি পান। তিনি ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও ১৮৪১ সালে কলেজ ছেড়ে থিতে বাধ্য হন। তাঁর চিকিৎসা শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। আইন সম্বন্ধীয় শিক্ষা অসমাপ্ত থাকায় তাঁর আইনজীবী হওয়ার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বহুভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর ছিল। সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় পান্ডিত্য লাভ করেন। ভাষার উপর দখল কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে কর্মজীবন প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সাহায্য করে, যা ছিল তাঁর কর্ম ও খ্যাতির স্থায়ী ভিত্তি। পরে তিনি ফরাসি, গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ রকম বিস্ময়কর প্রতিভার মানুষকে আরও ভালভাবে জানার জন্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাড়তি সুযোগ দিতে চাইছেন সোসাইটি কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রামকৃষ্ণবাবু এ কথা জানিয়ে বলেন, "মূলত স্থানাভাবের জন্য পার্ক স্ট্রিটে তাঁর স্মরণে খুব বেশি কিছু করা যায়নি। কিন্তু সল্ট লেকে সোসাইটি যে ৬ কাঠা জমি পেয়েছিল, সেখানে তিন তলা ভবন তৈরি হয়েছে। এটি তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনে এটির উদ্বোধন হয়। সেখানে তাঁকে নিয়ে হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্যালারি।" ১৮৪৬ সালে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক এবং সহ সচিব নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি এর প্রথম দেশীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৫৭ ও ১৮৬৫ সালে তিনি সোসাইটির সম্পাদক এবং ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ ও ১৮৭০ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি এর সহ-সভাপতি হিসেবে ছিলেন। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত তিনি আবার সোসাইটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সম্পূর্ণভাবেই ব্রিটিশপ্রভাবাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে একজন ভারতীয়ের ওপর অর্পিত এই সম্মান ছিল দুর্লভ। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'শতবার্ষিকী ইতিহাস' রচনা করেন যা প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে।

১৮৫৬ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির চাকরি থেকে পদত্যাগ করে জমিদারদের পোষ্যদের শিক্ষার জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারি ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের পরিচালকের দায়িত্ব নেন। ১৮৮০ সালে ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন অবলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি এ চাকরিতে কর্মরত ছিলেন। ১৮৫৪ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৯১ সালে) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসিদ্ধ 'বিবলিওথিকা ইন্ডিকা' সিরিজের অধীনে অন্তত ১৪টির মতো বই তিনি সম্পাদনা করেন। ইতিমধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কিছু ক্ষেত্রে তাঁর নিজের উদ্যোগে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের লাইব্রেরি, এমনকি নেপালেও পূর্ণোদ্যমে সংস্কৃত পান্ডুলিপির আবিষ্কার, সংগ্রহ তালিকাভুক্তিকরণ এবং বর্ণনামূলক কাজ চলছিল। দেশ-বিদেশে তাঁর তৈরি বেশ কিছু সুবিন্যস্ত তালিকা ও অনুবাদ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

চলে গেলেন সঙ্গীতশিল্পী সুবীর নন্দী

ঢাকা, ৭ মে (হি. স.) : চলে গেলেন দেশের বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী সুবীর নন্দী। গত ১৪ এপ্রিল সিলেট থেকে ঢাকা ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ৩০ এপ্রিল এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়। সেখানে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মঙ্গলবার ভোর রাত ৪টে বেজে ৩০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সিঙ্গাপুর থেকে সুবীর নন্দীর মরদেহ বুধবার সকালে ঢাকায় আনা হবে।

দেশের বরেণ্য এই সংগীতশিল্পীর পরিবারের পক্ষ থেকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জাতীয় সমন্বয়ক ডা. সামন্ত লাল সেন জানান, বুধবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে রিজেন্ট এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে সুবীর নন্দীর মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছাবে। বিমানবন্দর থেকে তাঁর মরদেহ আনা হবে থ্রিন রোডে তার বাসভবনে। সেখান থেকে বেলা এগারোটায় সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সুবীর নন্দীর মরদেহ নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। এরপর মরদেহ নেওয়া হবে রামকৃষ্ণ মিশনে। দুপুরে সবুজবাগে বরদেশ্বরী কালীমন্দির ও শ্মশানে দেশের দ্বিতীয়

ভিভিপ্যাট মামলায় মুখ পুড়ল বিরোধীদের, পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): ভিভিপ্যাট মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল বিরোধীরাউ ২০১৯ সাধারণ নির্বাচনের ভোটগণনার সময় ৫ থেকে ৫০ শতাংশ ইভিএম মেশিনের সঙ্গে ভিভিপ্যাট (ভেরিফায়েড পেপাপ অডিট ট্রেল) স্লিপ পরীক্ষা করে দেখার জন্য শীর্ষ আদালতে পুনর্বিবেচনার আর্জি করেছিল ২১টি বিরোধী রাজনৈতিক দলউ মঙ্গলবার বিরোধী রজনৈতিক দলগুলির পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ অর্থাত ভিভিপ্যাট নিয়ে পুরনো রায়ই বহাল থাকলউ এদিন সকালে শুনানির সময় শীর্ষ আদালতে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু, আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং, সিপিআই সাংসদ ডি রাজা, ন্যাশনাল কনফারেন্স চেয়ারম্যান ফারুক আবদুল্লা-সহ অন্যান্য বিরোধী নেতারাউ মামলার শুনানি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতউ প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বলেছেন, পূর্ববর্তী নির্দেশ পর্যালোচনা করার কোনও প্রয়োজন মনে করছে না আদালতউএই রায়ের পর কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানিয়েছেন, পিটিশনাররা এই রায়কে সম্মান জানাচ্ছেউতিনি বলেন, ইভিএম -এর ৫ থেকে ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভিভিপ্যাট-এর পরীক্ষা হোকউ এই মামলার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, বিরোধীদের দাবি মতো প্রতিটি বিধানসভার ৫০ শতাংশ ভিভিপ্যাট গোনা হলে, ফলপ্রকাশে অন্তত পাঁচ দিন বেশি দেরি হবে।

বুদবুদে গৃহবধুর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ৭ মে (হি. স.) : বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো যুবকের বাড়ির পাশের মাঠ থেকে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার। মঙ্গলবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের সোঁয়াইগ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম নমিতা ওরফে রুমি বাদ্যকর(২৯)। আউশগ্রামের ভাল্কি গ্রামের বাসিন্দা। এবং বুদবুদের সোঁয়াইগ্রামে বাপের বাড়ি।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে সোঁয়াইগ্রামে খোলামাঠে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনায় মৃতার কাকা নিরঞ্জন বাদ্যকর জানান,' বছর ১৫ আগে বিয়ে হয় ভাইঝীর। বর্তমানে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বছরখানেক আগে গ্রামেরই এক বিবাহিত যুবক তাকে নিয়ে চলে আসে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি পুলিশে

ছয়ের পাতায়

ট্রেন ধরতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, রাজগ্রাম রেল স্টেশনে মৃত্যু আলু ব্যবসায়ীর

রাজগ্রাম (বীরভূম), ৭ মে (হি.স.): ব্যস্ত সময়ে ট্রেন ধরতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বীরভূম জেলার রাজগ্রাম রেল স্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারালেন একজন আলু ব্যবসায়ী। মৃত ওই আলু ব্যবসায়ীর নাম হল, সমীর দত্ত। বয়স ৩৯ বছর। মৃত ওই ব্যক্তির বাড়ি রাজগ্রাম এলাকার পূর্ব বাজার পাড়ায়। মঙ্গলবার সকালে রাজগ্রাম স্টেশনে ট্রেন ধরতে আসেন ওই ব্যক্তি। তাঁর পকেটে রাজগ্রাম থেকে হাওড়া যাওয়ার একটি টিকিটও পাওয়া গিয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রের খবর, সমীর দত্ত নামে ওই আলু ব্যবসায়ী এদিন সকালে কোনও কাজের উদ্দেশ্যে হাওড়া যাওয়ার জন্য ডাউন মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ধরতে আসেন। তারপর হয়তো ট্রেনের শেষের বগির নিচ দিয়ে পারাপার অথবা ট্রেনে ওঠার সময় কাটা পড়ে যান তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ট্রেনের শেষ প্রান্তে কোনও রকম প্লাটফর্ম ছিল না। তাই হয়তো তিনি ট্রেনে উঠতে গিয়ে অথবা পারাপার করতে গিয়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রেল সূত্রের খবর, ওই আলু ব্যবসায়ী রাজগ্রাম স্টেশনে এসেছিলেন ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যেই, কারণ তার পকেট থেকে উদ্ধার হয় হাওড়া যাওয়ার একটি টিকিট। যদিও এই মর্মান্তিক ঘটনা কেবলই দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য তুলে নিয়ে যায় রেল পুলিশ। কিছুক্ষণের জন্য স্টেশন চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ২ নং প্লাটফর্মের রেল লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ট্রেনগুলিকে ঘুরিয়ে ১ নাম্বার প্লাটফর্ম দিয়ে চালানো হয়।

লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

নন্দীগ্রাম, ৭ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার সকাল থেকে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের আশদতলা,টেঙ্গুয়া,মহম্মদপুর, নীলপুর, বৈঁচবাড়ী, নায়াচক, সোনাচুড়া, গড়চক্রবেড়িয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় ও প্রত্যন্তগ্রামের ভেতরে গিয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী।এলাকার পথচলতি ও স্থানীয় লোকজদের বোঝান কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা।আগামী ১২ই মে রবিবার তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। ভয়, ভীতি না পেয়ে আপনারা ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যাবেন। গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন জওয়ানরা। কোন রাজনৈতিক দল বা কেউ কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে, প্রয়োজনে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন নন্দীগ্রামথানার পুলিশ ও বাহিনীর জওয়ানরা।

কুলবেড়িয়ায় সরকারি ইলেক্ট্রিক পোস্টে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগানো, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ তৃণমূলের

ভাঙড়, ৭ মে (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের ব্যাওতা পঞ্চায়েতের কুলবেড়িয়া এলাকায় সরকারি ইলেক্ট্রিক পোস্টে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগানো, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ তৃণমূলের। পতাকা খুললেন নির্বাচন আধিকারিকরা। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরার সমর্থনে ভাঙড়ের কুলবেড়িয়া এলাকায় সরকারি জায়গায় দলীয় পতাকা লাগায় স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীরা কুলবেড়িয়া এলাকার বিভিন্ন সরকারি জায়গায় এবং ইলেকট্রিক পোস্টে তাদের দলীয় পতাকা লাগিয়েছে। এটা নির্বাচন বিধি ভঙ্গ। তাই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে আজ বিকালে নির্বাচন কমিশনের অফিসাররা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভাঙড়ের কুলবেড়িয়া এলাকায় সরকারি জায়গা থেকে বিজেপি পতাকা খুলে নেয়।ব্যাওতা ২ নম্বর পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সুকুমার মন্ডল বলেন, বিষয়টা আমাদের নজরে আসে। নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে। সিপিএম ও বিজেপিদের কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের দাঙ্গা লাগানো। স্থানীয় বিজেপি নেতা তাপস মন্ডল বলেন, আমি একজন বিজেপি কর্মী হিসেবে কাজ করি। এখানে বিজেপি কর্মীদের ১২ জনের একটি কমিটি আছে। তাই কে কোথায় দলীয় পতাকা লাগিয়েছে বলতে পারব না। সরকারি জায়গা থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা নির্বাচন কমিশন থেকে খুলে নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, সরকারি পোস্টারে পতাকা লাগানোর রুল নেই। কমিশন মনে করলে খুলে দেবে তাতে আমাদের কিছু করার নেই।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ত্বককে রক্ষা করার সহজ উপায়

নীতা জানা (মুখোপাধ্যায়)

গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ হতে হতে মনে হতেই পারে প্রকৃতি কী প্রথম কী নির্মম। দাবাদাহে ঝলসানো শ্রীহীন ত্বক, মুখের বিবর্ণতা ব্রণ, র‍্যাশ, ফোড়ার দাপট, ঘামে চটচটে ভাব, মুখে ক্লান্তি ইত্যাদি নানা উপসর্গে আপনি জর্জরিত। এর উপশম কিন্তু করতে পারে ঋতুরই ফুল ও ফল। কিন্তু কীভাবে কোন পদ্ধতিতে কতখানি ব্যবহার করবেন তাই জেনে নিন। এখানে যে পদ্ধতির কথা জানানো হল তার জন্য কিন্তু পার্লারে যেতে হবে।

আম: এতে রয়েছে গ্লুকোজ, ইক্রোজ ও মলটোজ। এছাড়া আমে রয়েছে ভিটামিন সি ও অল্প পরিমাণ বি কমপ্লেক্স (বি-১, বি-২) রয়েছে ক্যালশিয়াম, ফসলফরাস, মিনারেল সল্টস। রূপচর্চায় আমকে বিভিন্ন অবস্থাতেই ব্যবহার করা যায়।

তৈলাক্ত ত্বকে পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখতে ও ব্রণর দাপট কমাতে এই ট্রিটমেন্ট কার্যকরি। পাকা আমের রস গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ক্লিনজিং করতে হবে। এরপর গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কাএরন্টের সাহায্যে পাকা আমের রস ডাবের জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। তুলো দিয়ে মুছে গ্যালভানিক মেশিনে পজেটিভ কারেন্টের সাহায্যে পাকা আমের রস গোলাপজল ও ময়দা মিশিয়ে দশ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। দু'তিন মিনিট মুখে গরম জলের স্টিম দেওয়া হয়।

তুলো দিয়ে মুছে মূলতানি মাটি, গোলাপ জল, পাকা আমের রস, কলা চটকে প্যাক তৈরী করে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলা হয়। শেষে কাঁচা আমের খোসা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট হিসাবে অথবা টোনার ব্যবহার করা হয়।

তরমুজ: এতে রয়েছে ত্বকে আর্দ্রতা জোগানোর অসীম ক্ষমতা

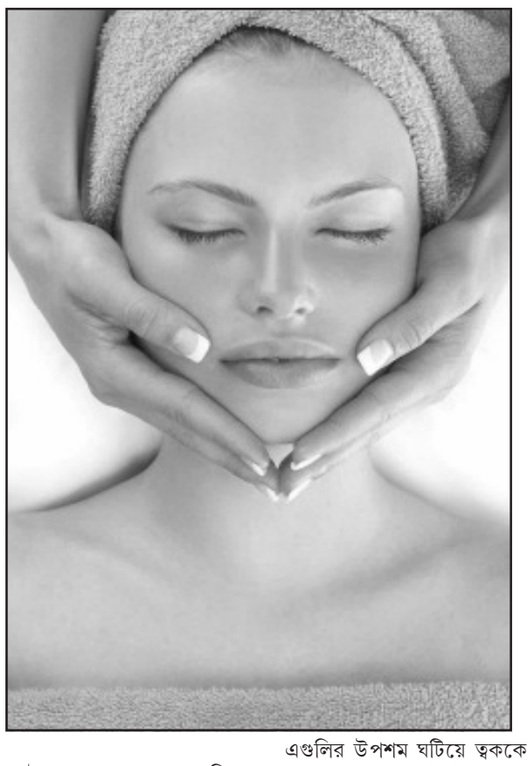

টোনারের গুণ ও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি। শরীর শীতল করে এটি। তরমুজের রস ব্যবহারে পিম্পল, ব্ল্যাকহেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এটিতে রয়েছে খনিজ লবণ।

ব্ল্যাকহেডস থেকে পিম্পল প্রভৃতি উপসর্গের উপদ্রবে ত্বকের নজরকাড়া সৌন্দর্যে বাদ সাধে। এগুলির উপশম ঘটিয়ে ত্বককে মসৃণ করে তুলতে এই ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিন। প্রথমে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট দিয়ে ত্বকে ক্লেনজিং করা হয়। গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কারেন্টের সাহায্যে তরমুজের রস ও পেঁপে দিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। এরপর দু'তিন মিনিট মুখে গরম জলের স্টিম দেওয়া হয়।

তুলো দিয়ে মুখে তরমুজের রস, শশার রস, টক দই এর সঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরী করে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলা হয়। শেষে টোনার দিয়ে টোনিং করা হয়। তরমুজের রসকেও টোনার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ডাব/নারকেল: প্রোটিন ও ভিটামিন বি-এ ভরপুর। চুলের কন্ডিশনিং ও ত্বকের দাগ মিলিয়ে দিতে বহুদিন ধরেই স্বীকৃত। নারকেলের মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, কপার, আয়রন, ভিটামিন সি ও ফলিক অ্যাসিড।

গরমে মেচেতা ও ফোড়ার শিকার হলে, এটি নিরাময় করতে এই ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিন। প্রথমে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট দিয়ে ক্লিনজিং করে গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কারেন্টের সাহায্যে ডাবের জল তরমুজের রসের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। পরে গ্যালভানিক মেশিনে পজেটিভ কারেন্টের সাহায্যে ডাবের জল ও জামকলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। এরপর দু'তিন মিনিট মুখে গরমজলের ষ্টিম দেওয়া হয়।

তুলো দিয়ে মুছে ডাবের জল, গোলাপ জল, কর্পূর ও মুলতানি মাটি মিশিয়ে প্যাক তৈরী করে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলা হয়। শেষে টোনার দিয়ে টোনিং করা হয়।

এবার আসা যাক ফুলের কথায়

পদ্ম: পদ্মের সঙ্গে সৌন্দর্য চর্চার সম্পর্ক বহুদিনের। পদ্মের শরীরে শীতল প্রভাব জোগানো ছাড়াও পদ্মে অতিরিক্ত রয়েছে ভিটামিন সি, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম ও প্রোটিন। ক্লেনজার, ফ্রেশনার ও ময়েশ্চারাইজার ত্রিমুখী ভূমিকা পালন করতে পারে পদ্ম পাপড়ির রস। গ্রীষ্মকালে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির দাপটে ত্বকে কালো ছোপ পড়ে। এই সমস্যার মোকাবিলায় শুষ্ক ত্বকে সাহায্য নিতে পারেন পদ্ম ফুলের এই ট্রিটমেন্টের। প্রথমে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট দিয়ে ক্লিনজিং করা হয়। এরপর গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কারেন্টের সাহায্যে আঙুরের রস, শশার রস, পদ্মফুলের শুকনো গুঁড়ো মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। তুলো দিয়ে মুছে গ্যালভানিক মেশিনে পজেটিভ কারেন্টের সাহায্যে আমের রস পদ্মফুলের পাপড়ি গুঁড়ো মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। দু'তিন মিনিট মুখে গমর জলের ষ্টিম দেওয়া হয়।

তুলো দিয়ে মুছে পদ্মফুলের শুকনো গুঁড়ো গোলাপজলের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরী করে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলা হয়। শেষে টোনার দিয়ে টোনিং করা হয়।

বেল: জেসমিন ফ্যামিলির এই ফুলের কদর ত্বকে টোনিং করার ক্ষমতার জন্য।

গ্রীষ্মে তৈলাক্ত ত্বকে তেলতেলে ভাব বৃদ্ধি পায়। এর থেকে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাই ত্বকের এই তেলতেলে ভাব কমানোর জন্য এই ফুলের ট্রিটমেন্টের সাহায্য নেওয়া হয়। এতে ত্বক অনেক বেশি প্রাণবন্ত দেখায়। প্রথমে অ্যাস্ট্রিনজেন্টে তুলো ভিজিয়ে তাই দিয়ে ক্লিনজিং করা হয়। এরপর গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কারেন্টের সাহায্যে তরমুজের রস ও শশার রস মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। তুলো দিয়ে মুছে গ্যালভানিক মেশিনে পজেটিভ কারেন্টের সাহায্যে সবেদার রস ও বেল ফুলের শুকনো গুঁড়ো মিশিয়ে দশ মিনিট মাসাজ করা হয়। দু'তিন মিনিট মুখে গরম জলের ষ্টিম দিয়ে তুলো দিয়ে মুছে দেওয়া হয়। এরপর বেলফুলের শুকনো গুঁড়ো, মুলতানি মাটি, গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরী করে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলা হয়। শেষে টোনার দিয়ে টোনিং করা হয়।

জুই: বড় খোলা রোমকূপ বন্ধ করতে বা চুলের বৃদ্ধির জন্য জেসমিন ফ্যামিলির এই ফুলটির গুণ প্রসাধন জগতে বহুদিন স্বীকৃত।

গ্রীষ্মে ত্বকে মেচেতা বা পিগমেন্টেশনের দাপট বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে এই ট্রিটমেন্ট কার্যকরী প্রথমে অ্যাস্ট্রিনজেন্টে তুলো ভিজিয়ে সেই তুলো দিয়ে ত্বকে জমে থাকা ময়লা পরিস্কার করা হয়। এরপর গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কালেন্টের সাহায্যে মুসুম্বির রস দিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। তুলো দিয়ে মুছে গ্যালভানিক

মেশিনে পজেটিভ কারেন্টের সাহায্যে লিচুর রস ও জুঁই ফুলের গুঁড়ো মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। এরপর দু-তিন মিনিট মুখে গরম জলের স্টিম দিয়ে তুলো দিয়ে মুছে দেওয়া হয়।

এরপর জুঁই ফুল শুকনো গুঁড়ো, গোলাপ জল, মুলতানি মাটি মিশিয়ে পেষ্ট করে প্যাক তৈরী করে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলে টোনার দিয়ে টোনিং করা হয়।

গোলাপ: গোলাপের সৌন্দর্যের সঙ্গেই পাল্লা দেয় এটির গুণের বহর। গোলাপের রস ও গোলাপ জলের শীতল করার ক্ষমতা অপরিসীম। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি।

যাদের ত্বকে পিচ্ছিল, ব্রণর দাপট বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের ব্রণ নির্মূল করতে এই ট্রিটমেন্ট সাহায্য করবে। প্রথমে গোলাপ জলে পাতিলেবু মিশিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে সেই তুলো দিয়ে ত্বকে ক্লিনজিং করা হয়। এরপর গ্যালভানিক মেশিনে নেগেটিভ কারেন্টের সাহায্যে নিমপাতা বাটা, তরমুজের রস মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ম্যাসাজ করা হয়। তুলোর দিয়ে মুছে গ্যালভানিক মেশিনে পজেটিভ কারেন্টের সাহায্যে শশার রস, তরমুজের রস ও অ্যান্টি পিম্পল ক্রিম মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাসাজ করা হয়। (সাঃ বঃ)

চাই দই ফুচকা

এই গরমে কিছুই যখন খেতে ভালো লাগে না, মন চায় ঠাণ্ডা, টক-ঝাল-মিষ্টি দারুণ মজার কিছু খেতে? বাইরে থেকে না খেয়ে ঘরেই তৈরি করুন দই ফুচকা। আর স্বাদ নিন সবাই মিলে।

যদিও কয়েকটি ধাপে দই ফুচকা তৈরি করতে হয়। তবে খুব কঠিন কিন্তু নয়। জেনে নিন রেসিপি:

উপকরণ: লাল আটা ২ কাপ, তালমাখনা ১ চা চামচ, সুজি আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, টকদই ১ টেবিল চামচ কাঁচা মরিচ কুচি, ও লবণ পরিমাণমতো, ডাবলি ডাল সেদ্ধ ১ কাপ, আলু সেদ্ধ ৩টি, সেদ্ধ ডিম-২টি।

ডাল আর আলু প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিন। ডিম অন্য পাত্রে সেদ্ধ করুন, প্রেসার কুকারে দেবেন না।

টক: টক কিন্তু খুব যত্ন করে তৈরি করতে হবে। কারণ টক মজার না হলে ফুচকা খেতে ভালো লাগবে না। তেঁতুল পানিতে ভিজিয়ে রেখে একটু চটকে ছেকে নিন। এবার সামান্য চিনি, টক দই, বিট লবণ, লবণ লেবুর রস ও শুকনা মরিচের(তেল ছাড়া মচমচে করে ভাজা) গুঁড়া খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন।

ফুচকা তৈরি: আটা, তালমাখনা, টকদই, সুজি, লবণ মেখে শক্ত করে খামির তৈরি করে এক ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। এবার বড় রুটি বানিয়ে ছোট ছোট গোল করে কেটে মচমচে করে ভেজে নিন।

ফুচকার পুর: আলু, ডাবলি, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, তেঁতুলের টক, লবণ, ধনেপাতা কুচি দিয়ে মেখে নিন। এবার ডিম গ্রেট করে দিন।

ফুচকার ওপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ভেঙে ভেতরে পুর ভরে নিন।

দই-এর মিশ্রণ: ফ্রিজের ঠাণ্ডা টক দই এক কাপ, লবণ আধা চা চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ(খুব মিহি কুচি), সামান্য চিনি, সব উপকরণ একসঙ্গে ফেটে নিতে হবে।

ফুচকার ওপরে দইয়ের মিশ্রণ দিয়ে এবার টক দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

চর্বির ভালো-মন্দ

হৃদপিণ্ড জটিলতার অন্যতম কারণ ফ্যাট বা চর্বি। লাল মাংস বা মাংসজাত খাবার, কেক, বিস্কুটের মধ্যে উচ্চমাত্রায় ফ্যাটি এসিড থাকে। যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

তবে জেনে রাখুন, সব ধরনের ফ্যাট কিন্তু ক্ষতিকর না। মৃত্যুর ঝুঁকি কমায় এমন ফ্যাটও রয়েছে বাদাম, তেলসমৃদ্ধ মাছ এবং দুগ্ধজাতীয় খাবারে।

সম্প্রতি ফ্যাটের উপকারী কয়েকটি দিক নিয়ে প্রতিবেদনে হাফিংটন পোস্ট ও সিডনি মর্নিং হেরাল্ড উল্লেখ করেছে: চর্বি নয়, কার্বোহাইড্রেটস্নেহজাতীয় খাবার বেশি গ্রহণের ফলে মানুষ মুটিয়ে যায়। কার্বোহাইড্রেট থেকে আমাদের দেহে খুব কমই ফ্যাট তৈরি হয়। কারণ এগুলো ফুয়েল হিসেবে দেহে ব্যবহৃত হয়। তবে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট দেহে জমা হলে সেগুলো ফ্যাটে পরিণত হয়।

ফ্যাট শক্তির যোগানদাতা কার্বোহাইড্রেট থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি এনার্জি বা শক্তি পেয়ে থাকি। তবে জেনে রাখা ভালো ফ্যাট থেকে দেহের জন্য এক চতুর্থাংশ শক্তি আমরা পাই।

কম এনার্জি গ্রহণ অধিক ওজন হ্রাস দেহের ফ্যাট ঝেড়ে ফেলার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে এনার্জি কম গ্রহণ করে শারীরিক কাজ-কর্ম বাড়িয়ে দেওয়া। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কম এনার্জিসমৃদ্ধ খাবার খান।

নারীর প্রজনন ক্ষমতায় ফ্যাট

বডি ফ্যাট নারীদের ফার্টিলিটি বা প্রজনন ক্ষমতার জন্য খুবই প্রয়োজন। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর দেহের ওজনের ২০-৩০ ভাগ হচ্ছে ফ্যাট যা পুরুষের দ্বিগুণ। যদি এই হার ১৮ ভাগের নিচে কিংবা ৫০ ভাগের ওপরে চলে যায় তাহলেও নারীর প্রজনন বাধাগ্রস্ত হয়।

সকালে থেকে বিকেল, সঙ্গী সানগ্লাস

সূর্যের প্রখরতাপে বের হলে তাকানোই দায়। সকালে থেকে পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত এই রোদেলা দিনে আমাদের সঙ্গী সানগ্লাস। শুধু সানগ্লাস হলেই তো হয় না, তা হতে হবে ফ্যাশনেবল, মুখের সঙ্গে, আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও মানাতে হবে ঠিকঠাক।

সানগ্লাস কেনার সময়:

নানা ধরনের সানগ্লাস আছে বাজারে। তবে আজকাল ক্যাট আই খুব চলছে আর নানা আকারের রিফ্লেকটার গ্লাসও জনপ্রিয়

অনেকেরই পছন্দ গাঢ় বাদামিরঙা বেশ বড় আকারের ওভারসাইজড সানগ্লাস। এগুলো দেশি বা পশ্চিমা সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই মানিয়ে যায়

চোখের মেকআপ করার সময় নেই, কিন্তু যে প্রোগ্রামে যাচ্ছেন, ছবি তুলতেই হবে? তাহলে এমবেলিশড বাটারফ্লাই শেপড সানগ্লাস

ব্যবহার করতে পারেন

সানগ্লাসের শেপ সাধারণত মুখের আদলের বিপরীত শেপের কেনা উচিত। যেমন মুখের আদল যদি গোলাকার হয় তাহলে একটু কোনাচে ধাঁচের সানগ্লাস বাছাই করুন

চারকোনা শেপের মুখের জন্য গোলাকার সানগ্লাস ভালো মানায়। পানপাতার মতো মুখের ক্ষেত্রে চোয়ালের অংশ ও কপালের অংশের সামঞ্জস্য রাখতে মোটা ফ্রেমের সানগ্লাস ব্যবহার করুন

মুখ ডিম বা ডায়ামন্ড শেপ হলে সব ধরনের ফ্রেমই ব্যবহার করতে পারেন।

সব ধরনের মুখের গড়নের সঙ্গে মানানসই সানগ্লাস কেনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে এগুলো যেন সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে সুরক্ষা দেয়। বাজেট অনুযায়ী মানসম্পন্ন সানগ্লাস কিনুন।

ঘরের সৌন্দর্যের রহস্য লুকিয়ে পর্দায়

যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে বুঝতে পারব, কোনো ঘরে প্রবেশ করার পর পর্দার রং দেখলেই মনে শান্তি লাগে, কোনো ঘরে প্রবেশ করলে মনে উৎসাহ জন্ম নেয় আবার কোনো ঘরে প্রবেশ করলে পর্দার রং দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়।

পর্দা ঘরের জন্য আব্রু রক্ষা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও রুচির পরিচয় তুলে ধরে। ঘরে নতুন পর্দা কেনার সময় যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

ঘরের ইন্টেরিয়রে সবচেয়ে মুখ্য বিষয় হচ্ছে পর্দা। যেমন গ্রীষ্মকালে আমরা ক্রিম, সাদা বা বাদামির মতো লাইট কালার ব্যবহার করতে পারি বাইরে যেহেতু অনেক ধুলা থাকে, তাই ঘরের জানলায় দু'টি স্তরে পর্দা টাঙানো উচিত। প্রথম স্তরের পর্দাটি হবে আকারে ছোট জানলার মাপে। এই পর্দা মূলত বাইরের ধুলা-বালি আটকে দিতে সাহায্য করবে অপরটি বড় মাপের। অন্দর সজ্জার জন্য এটি দেওয়ালের সঙ্গে ঝোলানো

থাকবে রোলিং, ক্লিপিং, লুপিং, পেলমেটের নীচে চ্যানেল ও আইলেট দিয়ে পর্দা ঝোলাতে হবে

পর্দা রেডিমেট বা কাপড় কিনে পছন্দমতো ডিজাইন দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন

তাঁত, সিল্ক বা পছন্দের কাপড় কেনার সময় খেয়াল রাখবেন বহরের মাপে। যেন মাঝখানে কম সেলাই দিতে হয়।

গরমেও সৌরভময় সারাদিন

এই গরমে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘেমে যাই। ঘাম থেকে হয় অস্বস্তি আর দুর্গন্ধ। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে পারফিউম ব্যবহার করা। জেনে নিন দীর্ঘ সময় পারফিউমের সৌরভ যেভাবে ধরে রাখবেন:

আগে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে পারফিউম স্প্রে করুন । চিরুনিতে স্প্রে করে চুল আঁচড়ে নিন

আগে বডি লোশন মাখুন

পারফিউম লাগানোর পরে শুকিয়ে নিন

ব্যবহার করার সময় বোতলটি ঝাঁকাবেন না

আমরা সাধারণত পোশাকে পারফিউম স্প্রে করে থাকি, তবে সৌরভ দীর্ঘ সময় রাখতে হাতের কবজি, কনুইয়ের ভাঁজের অংশ, কানের পেছনে ও গলায় দিতে পারেন অতিরিক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না

ঠাণ্ডা শুকনো জায়গায় রাখুন পছন্দ ও প্রয়োজনের পারফিউমটি।

দামি ক্রিমেও যাচ্ছে না চোখের নিচের কালি

চাঁদের গায়ের কালো দাগগুলো যেমন আলো ছাপিয়েও সবার নজরে আসে। তেমনি অনেক সুন্দর মানুষেরও চোখের চারপাশের কালো দাগ থাকলে তা এড়ানোও বেশ কঠিন।

চোখের চার পাশের এই কালো দাগকে ডার্ক সার্কেল বলে। যাদের এটি রয়েছে তারা অনেক সময়ই অস্বস্তিতে থাকেন এই কালো দাগ নিয়ে। চেষ্টাও করেন কালো দাগ কমানোর। আর এজন্য বেছে নেন দামী আন্ডার আই ক্রিম। তবে অনেক সময় এই দামি ক্রিমও চোখের এই দাগ দূর করতে ব্যর্থ হয়। তখন(!) ভরসা রাখুন ঘরোয়া পদ্ধতির ওপরই।

এই মাস্কগুলো ব্যবহার করুন, ক্যালেন্ডারের পুরো একটি পাতা, মানে এক মাস। আর পার্থক্য দেখুন:

আলু ও গোলাপজল

ত্বক উজ্জ্বল করতে আলুর গুরুত্ব অনেকখানি। একটি ছোট আলু নিয়ে থেঁতো করে তাতে দুই তিন ফোঁটা গোলাপজল মেশান। মিশ্রণটি চোখের নীচে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন।

দই ও টমেটো

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ টমেটো ত্বকের জন্য চমৎকার। দই ডার্ক স্পটগুলো কমাতে সাহায্য করে। টমেটো চটকে সঙ্গে এক চা চামচ দই মেশান। চোখের নীচে এই প্যাক লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন।

শশা ও অ্যালোভেরা

শশার সঙ্গে এক চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে চোখের নীচে লাগান। ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন এবং তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

দিগ্বিজয় সিংয়ের সমর্থনে ''হট যোগ'' কম্পিউটার বাবার

ভোপাল, ৭ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের সমর্থনে ''হট যোগ'' করলেন কম্পিউটার বাবা। এই ''হট যোগ''-এ অংশ নেন প্রায় শতাধিক সাধুবাবা। পুজো দিলেন ভোপাল কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী স্বয়ং দিগ্বিজয় সিংও। এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা ঠাকুর। এদিন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং কম্পিউটার বাবার উপস্থিতিতে পুজো দিয়েছেন। দু-দিন আগেই অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল যে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় প্রার্থনা করে তাঁর সমর্থনে শতাধিক সাধু-সন্তরা পুজো করবেন। এই ঘোষণায় কম্পিউটার বাবা ওরফে নামদেব ত্যাগী বলেছিলেন, 'যারা নর্মদা পরিক্রমা করেছেন আমরা তাঁদের সঙ্গে রয়েছি, তাঁদের সঙ্গে নয় যারা জেল যাত্রা করেছেন।' এদিন কম্পিউটার বাবার ''হট যোগা''-এ যোগদান করেন কয়েকশো সাধুসন্ত। এদিন পূজা-অর্চনার পর তিনি বলেছেন, 'বিজেপি সরকার পাঁচ বছরে রাম মন্দির গড়তে পারেনি। এবারে রাম মন্দির না হলে মোদীও থাকবে না।'

সিবিএসই : দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল গুয়াহাটির অরিন্দম

গুয়াহাটি, ৭ মে (হি.স.) : সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করে অসমকে গৌরবান্বিত করেছে গুয়াহাটির অরিন্দম শর্মা। সোমবার কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সিবিএসই)-এর দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। ফলাফলে গুয়াহাটির গুরুকুল গ্রামার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র অরিন্দম শর্মা মোট ৪৯৮ নম্বর লাভ করার খবরে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন তাঁর অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রমহল। অরিন্দমের সাফল্যে গুরুকুল গ্রামার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে উৎসবমুখের পরিবেশ বিরাজ করছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভেসে গেছে অরিন্দম।

গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত নুনমাটির গোপালনগরের বাসিন্দা জনৈক অমিতাভ শর্মা এবং কৃষ্ণা শর্মার ছেলে অরিন্দম এই নম্বর পেয়ে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। গীতানগরে অবস্থিত গুরকুলের ছাত্র অরিন্দম গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিষয়ে ১০০-এ মধ্যে ১০০ নম্বর লাভ করেছে। এছাড়া অসমিয়া এবং ইংরেজি বিষয়ে ১০০-এর মধ্য ৯৯ নম্বর লাভ করেছে সে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এবার সিবিএসই-র পরীক্ষায় সর্বমোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৩ জন দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। একইভাবে ২৫ জন দ্বিতীয় স্থান এবং ৫৮ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে কুমারগঞ্জের

বালুরঘাট, ৭ মে (হি স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুমারগঞ্জের মোহনা এলাকায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতার নাম অপর্ণা অধিকারী (২৩)। অপর্ণাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শ্বাসরোধ করে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার অপর্ণার শ্বশুরবাড়ি ঘেরাও করে ভাঙচুর করে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে প্রতিবেশীরা। পরে কুমারগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বছর কয়েক আগে উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা অপর্ণার সঙ্গে বিয়ে হয় পঙ্কজের। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন কারণে অপর্ণার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এ নিয়ে প্রতিবেশীরা

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার পঃবঙ্গের হাওড়া ডিস্ট্রিকে আয়োজিত ভোটদানে অংশগ্রহণকারী ভোট দাতারা। ছবি- পিআইবি।

প্রকাশিত সিআইএসসিই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল, আইএসসি-তে প্রথম কলকাতার দেবাঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): দীর্ঘ উতঠার অবসানউ প্রকাশিত হল কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশন (সিআইএসসিই)-এর দশম ও দ্বাদশ শ্রণীর পরীক্ষার ফলাফলউ আইসিএসই-তে পাশের হার ৯৮.৫৪ শতাংশউ আইএসসি-তে পাশের হার ৯৬.৫২ শতাংশউ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী উভয় ক্ষেত্রেই এবার বেড়েছে পাশের হারউআইএসসি-তে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছেন কলকাতার দেবাঙ্গ কুমার আগরওয়ালউ লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ স্কুলের ছাত্র দেবাঙ্গউ আইএসসি-তে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে বেঙ্গালুরুর ছাত্রী বিভা স্বামীনাথন আইসিএসই-তে ৯৯.৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে মুম্বইয়ের জুহি রূপের কাজারিয়া ও পঞ্জাবের মনহার বনসলউ চলতি বছরে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শ্রেণীর আইএসসি পরীক্ষাউ পরীক্ষা চলেছিল ২৫ মার্চ পর্যন্তউ দশম শ্রেণীর আইসিএসই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২২ ফেব্রুয়ারিউ শেষ হয় ২৫ মার্চউ রিজিওন ভিত্তিক আইসিএসই পরীক্ষার ফলাফল : মোট পাশের হার ৯৮.৫৪ শতাংশউ পশ্চিম রিজিওন-৯৯.৭৬ শতাংশ, দক্ষিণ রিজিওন-৯৯.৭৩ শতাংশ, পূর্ব রিজিওন-৯৮.০৬ শতাংশ এবং উত্তর রিজিওন-৯৭.৮৭ শতাংশ।

সিকিম সীমান্ত থেকে প্যাঙ্গোলিন সহ গ্রেফতার ৫ পাচারকারী

জলপাইগুড়ি, ৭ মে (হি.স.) : সিকিম সীমান্ত থেকে প্যাঙ্গোলিন সহ পাঁচ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ির বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার ভোরে জলপাইগুড়ির বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা সিকিম সীমান্তের কালিঝোড়া এলাকায় একটি সিকিম নম্বর গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালালে একটি মৃত প্যাঙ্গোলিন উদ্ধার হয়। ধৃতদের বুধবার কোর্টে তোলা হবে।

সাফল্য বনদফতরের উ প্যাঙ্গোলিন সহ পাঁচজন পাচারকারীকে গ্রেফতারর করলো জলপাইগুড়ির বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার ভোরে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাংলা সিকিম সীমান্তের কালিঝোড়া এলাকায় একটি সিকিম নম্বর গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায় জলপাইগুড়ির বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা। সেই সময় গাড়ির ভেতর থেকে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় মৃত প্যাঙ্গোলিনটি। পাশাপাশি ওই সময় গাড়িতে থাকা পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল অর্জুন রাই (২৬), গোপীলাল দর্জি (৪৪), কমল সুনদাস(৫২), উমেশ সুব্বা(৪৪) ও সন্তোষ কুমার (৪৪)। ধৃতরা সবাই সিকিমের বাসিন্দা। এর মধ্যে অর্জুন পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়র। এদের বুধবার কোর্টে তোলা হবে।জলপাইগুড়ি বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত বলেন, ' প্যাঙ্গোলিন পাচার করার খবর পেয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ-সিকিম সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালাই। সীমান্ত এলাকায় সিকিম নম্বরের একটি গাড়িকে আমরা আটক করি। তল্লাশি চালিয়ে গাড়িতে রাখা একটি ব্যাগের ভিতর থেকে একটি মৃত প্যাঙ্গোলিন পাওয়া যায়। গাড়িতে পাঁচজন ছিল। সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া প্যাঙ্গোলিনটির ওজন প্রায় সারে সাত কেজি। এটিকে সিকিমের কোন জঙ্গলে মারা হয়। এবং ভুটানে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে করে জানা যায় প্যাঙ্গোলিনটির মাংস ও ছাল ৭০ হাজার টাকা কেজি করে বিক্রি করতো তারা। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বুধবার কোর্টে তোলা হবে।-

জাতীয় স্তরে মহাজোট মহাপরিবর্তন নিয়ে আসবে, গদিচ্যুত হবেন মোদী : অখিলেশ

সন্ত কবীরনগর, ৭ মে (হি.স.): জাতীয় রাজনীতিতে মহাজোট মহাপরিবর্তন আনবে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবীরনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেন, প্রথম পাঁচ দফায় উত্তরপ্রদেশের মানুষ মহাজোটের পক্ষে উৎসাহী হয়ে ভোট দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে মহাপরিবর্তনের জন্যই মহাজোটকে ভোট দিয়েছে জনগণ। সাধারণ মানুষের এই উৎসাহ দেখে হতাশায় ভুগছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির অন্যান্য নেতারা। বিজেপি মহাজোটকে মহাভেজাল বলে কটাক্ষ করেছে, কিন্তু ২৩ মে-র পর আসল রূপ বেরিয়ে আসবে।

দেশের বেকারত্ব, কৃষকদের দুরবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে অখিলেশ যাদব বলেন, নরেন্দ্র মোদী সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে বড় বড় কথা বলছে। কিন্তু বেকারত্ব, কৃষকদের দুরবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে একটাও কথা বলেননি। প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনগণ। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বিজেপি। যোগী আদিত্যনাথকে কটাক্ষ করে অখিলেশ যাদব বলেন, মোদী গদিচ্যুত হলে যোগী আদিত্যনাথও ক্ষমতাচ্যুত হবেন। বিগত দুই বছরে বিজেপি কিছুই করেনি। এদিন সন্ত কবীরনগরে বিএসপি প্রার্থী ভীষম শঙ্কর তিওয়ারি হয়ে প্রচার করেন অখিলেশ যাদব

বাঙালীর নতুন ব্যোমকেশ পরমব্রত

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.):বাঙালী চিরকালীন গোয়েন্দাপ্রিয়। বর্তমানে ছোটপর্দা থেকে বড় পর্দা সব পরিচালকরাই মজেছেন গোয়ান্দা ভিত্তিক গল্পতেউতাই,এবার অভিনেতা আবির ও যীশুর পর পরমব্রত চট্টপাধ্যায়কে বাঙালী দেখতে পাবে নতুন ব্যোমকেশ রূপেউ

ব্যোমকেশ বক্সীর 'মগ্ন মৈনাক' নিয়ে এবার পরমব্রতর ছবি। সেখানেই পরমব্রত চট্টপাধ্যায়কে নাকী ব্যোমকেশ ধরা দেবেন আধুনিক অবতারে।কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনাও নাকি তিনিই করবেন উ আবির চট্টোপাধ্যায় এবং যীশু সেনগুপ্তর

ছয়ের পাতায়

নির্বাচনী আচরণবিধি : আরও দু'টি মামলায় প্রধানমন্ত্রীকে ক্লিনচিট নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার ছ'টি অভিযোগে ছাড় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এবার আরও দু'টি মামলায় প্রধানমন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিল নির্বাচন কমিশনউ মঙ্গলবার বিশেষ সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছেউ শুধুমাত্র এপ্রিল মাসেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনন্ত গোটা দশেক অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে করেছিলেন বিরোধীরাউ দশটির মধ্যে ছ'টি অভিযোগে ইতিমধ্যেই ছাড় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীউ সূত্রের খবর, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের আরও দু'টি মামলায় প্রধানমন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়েছে নির্বাচন কমিশনউগত ৯ এপ্রিল কর্ণাটকের চিত্রদূর্গায় পুলওয়ামা হামলার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীউ চিত্রদুর্গার জনসভায় ভোটারদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের নায়কদের জন্য ভোট দিন।

এছাড়াও গত ২৩ এপ্রিল আহমেদাবাদের জনসভায় বক্তব্য রাখার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ করেছিলেন বিরোধীরাউ কিন্তু, এই দু'টি অভিযোগ থেকেই ক্লিনচিট পেলেন প্রধানমন্ত্রী।

১৭ মে কলকাতায় রোড শো করতে চলেছেন অমিত শাহ

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : আগামী ১৯ শে মে রবিবার কলকাতার দুই কেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় ভোট। এবার তাই শহর কলকাতায় ঝাঁপাতে চায় বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী ১৭ মে কলকাতায় রোড শো করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেল থেকে এই রোড শো শুরু হয়ে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে শেষ হবে। ১৯ মে রাজ্যে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। তার আগে বিজেপি ১৬ থেকে ১৭ মে-র মধ্যে কলকাতায় দুই প্রান্তে নরেন্দ্র মোদী,

ছয়ের পাতায়

অক্ষয় তৃতীয়ায় যান জটে জড়াল কলকাতা

কলকাতা, ৭ মে (হি.স): মঙ্গলবার, অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে যান জটে জড়াল কলকাতা। সকাল থেকে বন্ধ কালীঘাট অঞ্চল। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বহু মানুষ কালীঘাট মন্দিরে সকালবেলা পুজো দিতে যান। সেই জন্যই বন্ধ রাখা হয় কালী টেম্পল রোড, সদানন্দ রোড।কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সদানন্দ রোড থেকে শ্যামাপ্রদাস মুখার্জি রোড যা কালী টেম্পল রোডের দিকে যাচ্ছে তা বন্ধ রাখা হয়েছে। আর.বি এভিন্যু থেকে যে রাস্তাটি নেপাল ভট্টাচার্য রোড হয়ে যে রাস্তা কালীঘাট মন্দিরের দিকে যাচ্ছে সেটাও বন্ধ রাখা হয়েছে।কালীঘাট মন্দিরের দিকের আরও এক রাস্তা যা কালিদাস পুততুন্ড রোড নামে পরিচিত সেই রাস্তাও বন্ধ রাখা হয়েছে। বেলা ১১টা নাগাদ সিটি সিভিল রোডে এক প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয় কিরণ শঙ্কর রায় রোড থেকে। শেষ হয় ধর্মতলা হয়ে রাজভবনে। এর ফলে যান জট হয় চৌরঙ্গী রোডেও।সন্ধ্যায় কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে রমজানের প্রার্থনা হবে। এর জন্যও কিছু স্থানে যানজট হতে পারে। পাশাপাশি আজও শহর জুড়ে প্রচুর রাজনৈতিক মিছিল রয়েছে যার জেরে বিকেলে যানজট হতে পারে শহরে। তাই, সন্ধ্যায় সাধারণ মানুষকে যান যান যন্ত্রনায় ভুগতে হবে।

অন্ডালে উল্টে গেল পুলিশ অফিসারের গাড়ী, জখম ২

দুর্গাপুর, ৭ মে (হি. স.) : মোটরবাইক চালককে বাঁচতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে পুলিশ অফিসারের গাড়ী। জাতীয় সড়কের পাশে অফিসার সহ উল্টে গেল পুলিশের গাড়ী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ২ নং জাতিয় সড়কের ওপর অন্ডালের ভাদুর মোড়ে। গুরুতর আহত পুলিশ অফিসার ও মোটরবাইক চালক দুর্গাপুরে বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা গেছে, আহত ওই পুলিশ অফিসার পার্থসারথী চক্রবর্তী, রানীগঞ্জ থানার সিআই পদে রয়েছেন। এদিন দুপুরে দুর্গাপুরে আসছিলেন। ওই সময় ২ নং জাতীয় সড়কের ভাদুর মোড়ের কাছে সামনে যাওয়া এক

ছয়ের পাতায়

৫০০ দিন পর স্বস্তি, রয়টার্সের দুই সাংবাদিককে কারাবাস থেকে মুক্তি দিল মায়ানমার

নেপিদ, ৭ মে (হি.স.): প্রায় ৫০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে হাজতবাসের পর মঙ্গলবার রয়টার্সের দু'জন সাংবাদিককে অবশেষে মুক্তি দিল মায়ানমার সরকার। ওয়া লোন এবং কিয় সো উ নামে রয়টার্সের ওই দুই সাংবাদিককে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টস লঙ্ঘনের জন্য কমপক্ষে ৭ বছরের কারাবাসের নির্দেশ দেয় মায়ানমারের আদালত। এদিন জেল থেকে বেরিয়ে তাঁদের মধ্যে ওয়া লোন জানিয়েছেন, নিজের নিউজরুমে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।

হাজতবাস থেকে মুক্তিলাভের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংবাদিক ওয়া লোন বলেন, 'আমি একজন সাংবাদিক এবং আমি পুনরায় কাজ করব। নিজের নিউজরুমে ফেরার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।' রয়টার্সের এডিটর-ইন-চিফ স্টিফেন এডলার এদিন একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'আমরা আনন্দিত যে মায়ানমার আমাদের সাহসী সাংবাদিকদের মুক্তি দিয়েছে। আজ থেকে ৫১১ দিন আগে তাঁদের গ্রেফতারের পর থেকে বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে গিয়েছেন।' মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি উইন মিন্টের নির্দেশে এদিন ৬,২৫০ বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে সরকার, যাদের মধ্যে রয়েছেন ওই দুই সাংবাদিক। মায়ানমারের রীতি অনুসারে ১৭ এপ্রিল নতুন বছর শুরু হলে জেলবন্দীদের মুক্তি দেওয়া প্রচলিত রয়েছে।

দত্তপুকুরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত সব্জির গুদাম, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

দত্তপুকুর (উত্তর ২৪ পরগনা), ৭ মে (হি.স.): ব্যস্ত সময়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বহুজাতিক সংস্থার সব্জি গুদামউ মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ দত্তপুকুরের সন্তোষপুর এলাকায় অবস্থিত একটি বহুজাতিক সংস্থার সব্জির গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগেউ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বহুজাতিক সংস্থার ওই সব্জি গুদাম থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়উ মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুনের লেলিহান শিখাউ আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন দোকাগুলিতেওউ স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎতরতায় খবর দেওয়া হয় দমকলেউঅগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট দু'টি ইঞ্জিনউ আগুন নেভানোর কাজে হিমশিম খেতে হয় দমকল কর্মীদেরউ অগ্নিকাণ্ডের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় সন্তোষপুর-নীলগঞ্জ রোডের যান চলাচলওউ জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে গুদামের শাটার ভাঙা হয়উ এরপর দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইউ তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছেউ আগুন নিভে যাওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে

কলকাতায় তিন দিনের লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলা

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি'' ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনের লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলা। দ্বারকানাথ মঞ্চে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা চলবে এটি। অনুষ্ঠানে থাকছে পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ, বীরভূমের ডোকরা, শোলার কাজ, নদিয়ার মাটির পুতুল কিংবা বাঁকুড়ার বালুচরি শাড়ি থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের মোষের সিং-এর কাজ এর মতো বিভিন্ন জেলার একান্ত নিজস্ব, লোকশিল্প ও হাতের কাজের সামগ্রী। শিল্পমেলাটির প্রধান উদ্যোক্তা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও সমাজকর্মী শ্রীমতী অলকানন্দা রায়। এদিন বিকাল ৪ টায় মেলাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আকাদেমির সভাপতি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী। মেলায় অংশ নিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের ১৭ টি জেলার প্রায় ৬০ জন শিল্পী।

ফণীর প্রভাব ফিকে হতেই চড়ছে পারদ, প্রবল তাপের নাজেহাল শহরবাসী

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.): 'ফণী'-র প্রভাবে গত শুক্রবার ও শনিবার, পরপর দু'দিন মাত্রাতিরিক্ত গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিল তিলোত্তমাউ শুধুমাত্র কলকাতা নয়, শহরতলিতেও গরম অনেকটাই কমেছিলউ ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সৌজন্যে তীব্র দাবদাহ থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছিলউ 'ফণী' বিদায় নিতেই ফের গরমের দাপট শুরু কলকাতা-সহ সংলগ্ন জেলাগুলিতেউ সোমবার থেকেই গরমের উষ্ণতা টের পাওয়া গিয়েছিলউ আর মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গেল মাত্রাতিরিক্ত গরমের দহণজ্বালাউ এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর-এর পূর্বাভাস, আপাতত চড়বে তাপমাত্রার পারদউ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকবে ৯২ শতাংশ থেকে নূন্যতম ৩২ শতাংশউ আর তাই গরমে নাজেহাল হতে হবে শহরবাসীকেউগরমে নাজেহাল অবস্থা আমজনতা থেকে শুরু করে শ্রমিক প্রত্যেকেরইউ চাঁদনি চক, বড়বাজার, শিয়ালদহ, নিউ মার্কেট সর্বত্রই ক্রেতা-বিক্রেতারা গরমে কাহিলউ লোকাল ট্রেনেও গরমে হাঁসফাঁস অবস্থায় সাধারণ যাত্রীদেরউ এদিকে, প্রবল গরমে তুঙ্গে উঠেছে ঠাণ্ডা পানীয়ের চাহিদাউ সুযোগ বুঝে ডাবের বাজারও যেন আচমকা এর লাফে উঠে গিয়েছেউ এক একটি ছোট মাপের ডাব বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকাতেও।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাপুয়া নিউগিনি, বিদ্যুৎহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চল

পোর্ট মোরেসবি, ৭ মে (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনিউরিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.২উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়িউবিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকাউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৭.২০ মিনিট নাগাদ ৭.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনিতেউ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল পাপুয়া নিউগিনির পূর্বাঞ্চলে বুলোলো থেকে ৩৩ কিলোমিটার দূরেউ শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হয় রাজধানী পোর্ট মোরেসবি থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরেওউভূমিকম্পের পরই প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে,তাই সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেইউ বলোলো থানার কমান্ডার ইন্সপেক্টর লিও কাইকাস জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেইউ ভূমিকম্পের তীব্রতায় কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়িউ এছাড়াও বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।

ভারতে না পারলে, পাকিস্তানে গিয়ে কি শ্রীরামের জয়ধ্বনি দেব, মমতাকে কটাক্ষ অমিতের

ঘাটাল, ৭ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে জয় শ্রীরাম জয়ধ্বনি দেওয়া থেকে জনগণকে বাধা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে নির্বাচনী জনসভা এমনই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। এদিন অমিত শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিজেপিকে জনসভা করতে বাধা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কুৎসাও ছড়াচ্ছেন। তৃণমূল যতই বাধা দিক না কেন ৪২ লোকসভা আসনের মধ্যে এরাজ্যে বিজেপি ২৩ বেশি আসনে জয়লাভ করবে। জয় শ্রীরাম জয়ধ্বনি সম্পর্কে তৃণমূল সুপ্রিমোকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, ভগবান শ্রী রাম ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ। কেউ ভগবান রামের নাম নেওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। মমতা দিদিকে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যদি শ্রী রামের নাম ভারতে না নিতে পারি। তবে কি পাকিস্তানে গিয়ে ভগবান রামের নাম নেব।

গত শনিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় যখন পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোক জয় শ্রী রাম জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। এর তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি। পরে শনিবার গভীর রাতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কিনা তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় বিজেপির তরফে।

রাজ্যের বেহাল অবস্থার জন্য তৃণমূল সরকারকে দায়ী করে অমিত শাহ বলেন, বিগত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার ৪,২৪,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এই অর্থ গরিবদের পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এই অর্থ তৃণমূলের সিন্ডিকেটের লোকেরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রে যখন মনমোহন সরকার ছিল তখন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছিল ১৩২০০০ কোটি টাকা। এনআরসি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে যে সকল হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান উদ্বাস্তু আসবে তাদের নাগরিত্ব দেওয়া হবে।

বাঁকুড়ার সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাঁকুড়া, ৭ মে (হি. স) : বঁকুড়ার সভা থেকে নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার রানীবাঁধে বাঁকুড়া লোকসভা আসনের সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করেন ও বিকালে বিষ্ণুপুরের প্রার্থী শ্যামল সাঁতরার সমর্থনে বড়জোড়া হাই স্কুল মাঠে আরও একটি জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিনের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ফের যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাহলে দেশের সর্বনাশ হবে।দেশে বড় দুর্যোগের নাম নরেন্দ্র মোদী।ওরা হিন্দুত্ব নিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। বিজেপি একটা ভয়ঙ্কর দল। ওদের তাড়াতেই হবে। আর বিজেপিকে ভারত ছাড়া করতে একমাত্র তৃণমূলকে ৪২ এ ৪২ টি আসন জিতিয়ে আনতে হবে। আমাদের যে ফেডারেল ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে তাতে সকলেই বাংলার দিকে তাকিয়ে আছে। কারন ২৩ মে”র পর আমরাই হবো দিল্লির সরকার গঠনের নির্ণায়ক শক্তি। বিজেপির হিন্দুত্ব আমরা মানি না। বাংলার মানুষ রাজনীতি সচেতন। এখানে বিভেদের কোনও স্থান নেই, সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মোদি বাবু কোটি কোটি টাকা নিয়ে বাংলায় এসেছেন।ভোট কিনতে।

এদিন বিকালে বিষ্ণুপুরের প্রার্থী শ্যামল সাঁতরার সমর্থনে বড়জোড়া হাই স্কুল মাঠে আরও একটি জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে গাদ্দার বলে উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদীর কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিষ্ণুপুরে আমাদের দলের সাংসদ ছিল সৌমিত্র খাঁ। উনি এতটাই চুরি-চামারি শুরু করেছিলেন যে আমরা তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই গদ্দারকেই মোদিবাবু বিষ্ণুপুরের প্রার্থী করেছেন।। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, বিজেপি বলে বেড়াচ্ছে টাকা নাও আর ভোট দাও। আপনারা টাকা নিন। তারপর ওদেরকে বুঝিয়ে দিন ভোটটা আমরা তৃণমূলের জোড়া ফুলেই দিয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের প্রার্থী শ্যামল সাঁতরা অধ্যাপক মানুষ। খুবই সজ্জন এবং ভালো মানুষ। ওকে আপনারা ভোট দিয়ে জেতান। কারণ বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি। উনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন দাঙ্গা লাগান। ভোটের সময় বসন্তের কোকিল হয়ে বাংলায় এসেছেন। মনে রাখবেন মোদি বাবু প্রধানমন্ত্রী হলে কারো স্বাধীনতা থাকবে না। দেশে গণতন্ত্র থাকবে না। সংস্কৃতি থাকবে না। দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি দেশের জন্য কিছু করেননি। ৫ বছরে তিনি শুধু বিদেশ ঘুরেছেন। আচ্ছে দিনের ভাঁওতা দিয়ে দেশে ৩ কোটি বেকার বাড়িয়েছেন। আর নোট বন্দি করে সাধারণ মানুষের পকেট কেটেছেন। ওর এই ৫ বছরে ১২ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। আমাদের শ্লোগান জয়হিন্দ, আমাদের শ্লোগান বন্দেমাতরম। এরপর তিনি স্থানীয় সমস্যা ও তার আমলে সমাধানের কথা তুলে ধরেন।তিনি বলেন, বড়জোড়ার মানুষ পানীয় জল পেতেন না। আমি পরিশ্রুত পানীয় ব্যবস্থা করেছি। চিকিৎসারসুবিধার জন্য বড়জোড়ায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে। আইটি হাব হয়েছে, কিষাণ মান্ডি হয়েছে। এই বড়জোড়াকে সাজিয়ে তুলব আমরা। আপনারা শুধু আমাকে ৪২ এ ৪২ দিন।। এই সভায় সিপিএমকে নিয়ে একটি কথাও বলতে শোনাযায়নি মমতার স্ট্রে। তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা সিপিআইএমকে প্রতিপক্ষ মনে করছেন না। অথচ বিষ্ণুপুর লোকসভায় সিপিআইএমের ২ জন বিধায়ক রয়েছেন। ১ টি বিধানসভায় তাদের জোট প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। যদিও সেই কংগ্রেস প্রার্থী এখন তৃণমূলে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলের ধারণা সিপিএম প্রকারান্তরে তৃণমূলেরই সুবিধা করে দিয়েছে।তাদের অংক সিপিএম, বিজেপির ভোট কাটাকাটি তৃণমূলের জয়ের পথ প্রশস্ত করবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রকাশিত হল ‘কণ্ঠ’-র সঙ্গীত, ভিড় পার্ক স্ট্রিটে

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.): কর্কট রোগ সম্পর্কে সতর্কীকরণে এবার ‘কণ্ঠ’ নিয়ে গল্প বাঁধলেন শিবপ্রসাদ-নন্দিতা পরিচালক জুটি।‘কণ্ঠ’ ছবি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহের শেষ নেইউ আগামী শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি তার আগে আজ পার্ক স্ট্রিটেরই একটি বিখ্যাত কনফেকশনারিতে প্রকাশিত হল ”কণ্ঠ” ছবির সঙ্গীত।আর সেই সময় কাচে ঢাকা কনফেকশনারির বাইরে উপচে পরা ভিড় প্রিয় তারকাদের দেখতে।আগামী ১০ মে মুক্তি পাচ্ছে ‘কণ্ঠ’। কণ্ঠ” ছবিতে অভিনয় করেছেন বাংলার বিখ্যাত অভিনেত্রী পাওলি দাম, জয়া আহসান, পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেই।তাঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন আজকের অনুষ্ঠানে ঊউল্লেখ্য ‘কণ্ঠ’ ছবির অগ্রিম টিকিট বুকিং শুরু হয়ে গেছে এক সপ্তাহ আগে থেকেই ঊ ১৯৯৯ সালে টেলিভিশনে কাজ করার সময়ে বাগযন্ত্রের ক্যানসারে আক্রান্ত বিভূতি চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শিবপ্রসাদের। তখন থেকেই ভেবেছিলেন সিনেমা তৈরি করবেন এই চরিত্রকে নিয়ে। ‘কণ্ঠ’ ছবির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে পরিচালকের স্বপ্ন।ছবির মূল ভূমিকায় পরিচালক শিবপ্রসাদ নিজেই। ছবিতে তাঁর নাম অর্জুন মল্লিক। পেশায় রেডিও জকি। যাঁর কাছে ‘কণ্ঠ’ই সব। কথা বেচেই উপার্জন আর কথোপকথনেই যাঁর তৃপ্তি। কিন্তু কর্কটের মতো মারণ রোগ সেই কণ্ঠই কেড়ে নিল তাঁর থেকে।

বিজেপির

আটের পাতার পর

নামিয়ে জয়ের আশা দেখছেন।দলীয় স্তরে অমিয় বাবুর গ্রহন যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।একদা দল থেকে সরে দাঁড়ানো পুরনো কর্মীদের ফের দলে ভিড়িয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন অমিয় বাবুরা।সূর্যকান্ত মিশ্র রোড শো তে প্রচুর মানুষের জমায়েত করে সিপিএম তাদের সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে।জমায়েতে আশাতীত ভীড় দেখে উৎসাহিত কর্মীরা।আশা দেখছেন নেতৃত্ব।প্রচারের শেষ লগ্নে দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি আসছেন সভা করতে।

গাড়ী, জখম ২

পাচের পাতার পর

মোটরবাইককে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায় তাঁর গাড়ী। পুলিশের গাড়ী উল্টে যেতে দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। গুরতর জখম অবস্থায় সিআই পার্থসারথীবাবুকে ও ওই মোটরবাইক চালককে উদ্ধার করে দুর্গাপুরে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ী দুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

অমিত শাহ

পাচের পাতার পর

অমিত শাহকে দিয়ে রোড শো করাতে চায় বিজেপি। সেখানে আপাতত প্রচারের শেষদিন ১৭ মে অমিত শাহের রোড শোর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। হুড খোলা জিপে থাকবেন অমিত শাহ। কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা রোড শোতে অংশ গ্রহণ করবেন। রোড শোর জন্য ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে।

পরমব্রত

পাচের পাতার পর

পর এবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে সত্যান্বেষীর ভূমিকায়। এর আগে অবশ্য বড়পর্দায় সুজয় ঘোষকেও দেখা গেছে ব্যোমকেশ বেশে। ওয়েব সিরিজে অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং ধারাবাহিকে ব্যোমকেশের ভূমিকায় দেখা গেছে গৌরব চট্টোপাধ্যায়কেও। এবার আবার দর্শকরা বড়পর্দায় পেতে চলেছেন এক নতুন ব্যোমকেশকেঊ তবে আগামী মাসেই পরমব্রতর অন্য একটি ছবি পরিচালনা শুরু করার কথা। সেক্ষেত্রে তিনি যদি একান্ত সময় বের করতে না পারেন তখন প্রযোজনা সংস্থা সায়ন্তন ঘোষালকে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

কুমারগঞ্জের

পাচের পাতার পর

বারবার ওই পরিবারকে সতর্ক করেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার অপর্ণার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এখনও লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

তিনের পাতার পর

জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওই যুবক ছাড়তে চায়নি। এবং ভাইঝীকে নিয়ে কাঁকসার এক জায়গা রেখেছিল। সোমবার গ্রামে তাকে নিয়ে এসেছিল।’ মৃতার মা কাজল বাদ্যকর জানান,’ গ্রামের ওই ছেলেটির বাড়ির পাশে মাঠের মধ্যে মেয়ের মৃতদেহ পড়েছিল। আমাদের অনুমান ওই ছেলেটি আমার মেয়েকে খুন করেছে। তাই তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

আইএসসি পরীক্ষায় দেশের তৃতীয় স্থানাধিকারী বীরভূমের তিয়াস

সিউরি, ৭ মে(হি.স.) : মঙ্গলবার ৭ই মে প্রকাশিত হল ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট আয়োজিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল। দেশব্যাপী এই পরীক্ষায় আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণীতে পাশের হার ৯৬.৫২ শতাংশ।২০১৯ সালের ৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হয় ২৫ শে মার্চ। সারা দেশে প্রায় ২.৫ লাখ পড়ুয়া আইসিএসসি এবং আইএসসি পরীক্ষা বসেছিল। আজ বৈকাল ৩টে নাগাদ কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশিত হয়।ফল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছাস পড়ে যায় পড়ুয়াদের মধ্যে। ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে জ্জছঞ্ঝ -তে দেশের মধ্যে যুগ্ম প্রথম স্থানাধিকারী কলকাতার লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজের ছাত্র দেবাং কুমার আগরওয়াল ও বেঙ্গালুরুর বিভা স্বামীনাথন। সর্বভারতীয় দ্বিতীয় স্থানের তালিকায় রয়েছেন দেশের মোট ১৬ জন পড়ুয়া। তাঁদের প্রত্যেকের নাম্বার ৯৯.৭৫।অন্যদিকে ফলাফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই বোলপুরের পশ্চিম গুরুপল্লীর গকুল সাহুর পরিবারে নেমে আসে আনন্দ উচ্ছাস। জানা যায়, তাঁদের সন্তান তিয়াস সাহু আইএসসি তে সম্ভাব্য দেশের তৃতীয়।তিয়াস সাহু বোলপুরের সেন্ট টেরেজা স্কুলের ছাত্র। তাঁর প্রাপ্ত নাম্বার ৯৯.৫। তাঁর প্রাপ্ত নাম্বার ইংরেজি - ৯৯, সমাজবিদ্যা - ১০০, ভূগোল - ১০০ ও গণিত - ৯৯।ফলাফল জানতে পারায় তিয়াস সাহু তাঁর পড়াশোনার বিষয়ে আমাদের জানাই, ’খুবই ভালো লাগছে। সবাই যেমন রুটিন মাফিক পড়াশোনা করে, ঠিক তেমনই পড়াশোনা করতাম, আলাদাভাবে কিছু করতাম না। ছোট ছোট টার্গেট করে নিতাম পড়াশোনার সময়, যে এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। কোন কোন দিন খুব পড়েছি, আবার কোন কোন দিন বই খুলিনি। আমার রাতে পড়তে বেশি ভালো লাগতো।’এত ভালো ফলাফলের জন্য কার অনুপ্রেরনা সব থেকে বেশি কাজ করেছে সে বিষয়ে তিয়াস জানান, ’বাবা-মা এবং স্কুলের অনুপ্রেরণার আমার সফলতার পিছনে রয়েছে।’ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তিয়াস জানান, এক্ষুনি সে ইকোনমিক্স অনার্স নিয়ে পড়তে চায় এবং পরে রিসার্চ করতে চায়। অংকের প্রতি ভালোবাসাতেই সে ইকোনমিক্স অনার্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

ময়নাতে বিজেপি কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

ময়না, ৭ মে(হি.স.) : ময়নাতে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে ময়নার বাকচাতে পুলিশ বিনা কারণে হামলা চালায়। উল্লেখ্য এই বাকচা পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে বারবার তৃণমূলও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এদিন সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পোষাক পরে একদল লোক বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের হুমকি ও জিনিসপত্র ভাঙচুর চালায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী সন্ধার্থ নস্কর। তিনি এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজ নেন। শাসকদলের নির্দেশে পুলিশ এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।তমলুকের এস ডি পিও সব্যসাচী সেনগুপ্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। অপরদিকে খেজুরিতে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে স্থানীয় এমএল-র গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন হেঁড়িয়া থেকে কাঁথি লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ সামন্তের রোডশো শুরু হয়। অভিযোগ অনুমতি থাকা সত্বেও তেখালি বাজারের কাছে মিছিলের পথ ঘুরিয়ে দেয় পুলিশ। এরপর বিজেপি প্রার্থীর রোডশো কুঞ্জপুর বাজারে পৌঁছোলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে গোলমাল হয়। জানা গিয়েছে এই সময় কুঞ্জপুরে তৃণমূলের স্ট্রিট কর্ণার চলছিল। তৃণমূলের অভিযোগ বিজেপি কর্মীরা প্রথমে হামলা চালায় ও বাইক ভাঙচুর করে খেজুরির এমএলএ রনজিৎ মন্ডলের গাড়িতে হামলা চালায়।

অভিযোগ অস্বীকর করে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ সামন্ত বলেন তৃণমূলের লোকেরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। এমএলএর গাড়িতে কেউ হামলা চালায়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে কুঞ্জপুরে বিজেপি কর্মীরা পথ অবরোধ শুরু করেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

পদের মর্যাদা ভুলে রাজীব গান্ধীর মতো একজন বড়মানের রাজনৈতিক নেতার নামে অশালীন মন্তব্য করছেন। কংগ্রেস দল মোদীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আদায় করে ছেড়ে দেয় ট্রাফিক পুলিশ। জরিমানার টাকা দিয়ে বাইক নিয়ে চলে যাওয়ার সময় ট্রাফিক পুলিশকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করে। তখনই ট্রাফিক পুলিশ তাদেরকে আটক করে থানায় খবর দেয়। পুলিশ খারাপ ব্যবহার করার দায়ে নবেন্দু পোদ্দারকে গ্রেপ্তার করেছে। অপর দু’জনকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মিশনে

● প্রথম পাতার পর

ডাঃ শৈলেষ যাদব বিতর্কিত আইএএস অফিসার হিসেবে চিহ্নিত। বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনৈক আইনজীবীকে মারধরের ঘটনায় লিপ্ত ছিলেন তিনি। ওই ঘটনায় অনেক জলঘোলা হয়েছিল। আইনবীজীরা প্রতিবাদে কর্মবিরতীও পালন করেছেন। তবে, পুলিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপে তখনকার মতো ঘটনা মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা হিসেবেও তিনি বিতর্কের ছাপ রেখে গেছেন। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, রদবদলের মাধ্যমে তাঁদের একপ্রকার সতর্ক করেছে প্রশাসন। ভবিষ্যতে কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে কোন গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না, তাও তাঁদের বোঝানো হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পুর নিগমকে

● প্রথম পাতার পর

কাউন্সিল সমর চক্রবর্তী এই তথ্যের ভিত্তিতে বলেন, বহু সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে চাইছি। কিন্তু, কোনও সহযোগিতা পাচ্ছিনা। তাঁর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ঠিক তখনই চক্রবর্তীর কথা কেড়ে নিয়ে অপর মেয়র-ইন কাউন্সিল অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর পুর নিগমের সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম রাজ্য সরকারকে সব রকম সহযোগিতা করব। কিন্তু, আজ অবদি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সাথে কোনও কথা বলেননি।

তাঁর দাবি, আমরাও পাঁচ বছরের জন্য জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। আগরতলা পুর নিগম একটি স্বশাসিত সংস্থা। এ-ধরনের হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আজ নিগমের মেয়র-ইন কাউন্সিলাররা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে হঠাৎ যেভাবে মেজাজ হারিয়েছিলেন তাতে মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহার হস্তক্ষেপ রাজ্য সরকারের সাথে পুর নিগমের সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়তে দেয়নি বলে মনে হয়েছে। ড় সিনহার কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনও চিঠি পাইনি। যদি আসে তা-হলে নিশ্চই উত্তর দেওয়া হবে।

দিদি কি করবেন বুঝতে পারছেন না তাই ভগবানের নাম শুনলেও রেগে যাচ্ছেন : নির্মলা সীতারমণ

কাকদ্বীপ, ৭ মে (হি.স.) : মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ হালদারের সমর্থনে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ বিধান ময়দানে নির্বাচনী সভায় আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ সভামঞ্চে পৌঁছন তিনি। নির্মলা দেবী ছাড়াও এদিন এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ হালদার, রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি বাদশা আলম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পশ্চিম বিভাগের সভাপতি অভিজিৎ দাস সহ জেলা বিজেপির নেতৃবৃন্দ। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর বিমানবন্দরে সোনা কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে সারদা, নারদা ইস্যু নিয়ে ও কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নির্মলা সীতারমণ বলেন, “ দিদি এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না, তাই রাস্তায় ভগবানের নাম শুনলেও রেগে যাচ্ছেন”। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছেন। কংগ্রেস ছেড়ে, বামেদের সাথে লড়াই করে এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন। কিন্তু এখন দিদির কি এমন হল যে তিনি ভগবান রামের নাম শুনলেও রেগে যাচ্ছেন? এই প্রশ্ন ও তোলেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, “ এই দিদি নিজের পরিবারের ইনকাম ছাড়া আর কিছুই করেননি। তাই সারদার মত চিটফান্ডে সাধারণ মানুষ যে টাকা রেখেছিলেন সেই টাকা ওনার খাতায় চলে গেছে। দিদির ভাইপোর স্ত্রী হিসেব বহির্ভূৎ ভাবে বাইরে থেকে সোনা নিয়ে আসছেন। সেই সোনা কাস্টমস অফিসাররা ধরলে আবার দিদির সিন্ডিকেট পুলিশ তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে”। তবে কিছুদিন ধরে দিদি ভয় পেয়েছেন। কারন বিজেপি শক্তভাবে এবার পথে নেমেছে আর সেই কারণেই দিদির সমস্ত কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে বলে ও দাবী করেছেন বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেত্রী। তিনি আরও বলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কাজ করলেই তিনি সেই কাজে বাঁধা দিচ্ছেন। ঘূর্ণিঝড় নিয়ে দিদিকে প্রধানমন্ত্রী ফোন করলেও তিনি তা ধরেন নি। দিদি একজন স্পীড বেকার দিদি হয়েছেন”। এছাড়া ও দিদির সিন্ডিকেট বাহিনী এ রাজ্যে ভোট লুট করছেন, বিরোধী দলের এজেন্টদের বুথে বসতে দিচ্ছেন না বলে ও অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এর পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে এই কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া সংসদে একটি প্রশ্ন করেন নি বলে দাবী করেন তিনি। আর সেই কারণেই এই এলাকায় কোন কেন্দ্রীয় প্রকল্প আসেনি। এই এলাকায় গঙ্গাসাগরের মত তীর্থস্থান রয়েছে, পর্যটনের প্রচুর রাস্তা রয়েছে তবুও কোন কিছুই হয়নি একজন অযোগ্য সাংসদ হওয়ার কারণে। আর সেই কারণেই আগামী নির্বাচনের দিন বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দিয়ে কেন্দ্রে আরও একবার নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করে এলাকার উন্নয়নের ডাক দেন নির্মলা সীতারামন। এদিন এই সভাকে ঘিরে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আম্পায়ার

সাতের পাতার পর।। নো বল থেকে হায়দ্রাবাদের স্কোরবোর্ডে যোগ হয় পাঁচ রান। অতিরিক্ত বলটিতে চার দিয়ে বসেন যাদব। অবশ্য তাতেও কোনো ক্ষতি হয়নি ব্যাঙ্গালুরুর। চার বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে কোহলির দল।

এরপরই ঘটে মূল ঘটনা। ম্যাচ শেষে আম্পায়ার রুমে ঢুকে লাথি মেরে দরজা ভাঙেন লং। অবশ্য আগে থেকে দরজাটিতে গর্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ ছিল। তবে দরজার ওপর লাগানো গ্লাস ভাঙেনি।

আম্পয়ার লংয়ের এমন ঘটনায় ম্যাচ রেফারি ভি নারায়ণ কুট্টির সঙ্গে পরামর্শ করে কমিটি অব অ্যামিনিস্ট্রেশনের কাছে রিপোর্ট করে কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। দরজা মেরামত করার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৫০০০ রুপি জরিমানা গুণতে হয়েছে আম্পয়ার লংকে।

মিয়াদাঁদ

সাতের পাতার পর।। তার সঙ্গে নেটে কাটিয়েছি।’

এদিকে আফ্রিদির আত্মজীবনীতে এই ধরনের বিতর্কিত ইস্যুতে অবশ্য মিয়াঁদাদ মোটেই বিস্মিত হননি। তিনি জানান বইয়ের বিক্রি বাড়াতেই আফ্রিদির এমন কৌশল।

মরিস

সাতের পাতার পর।। শেষ হয়ে যায় পেসার লুঙ্গি এনগিডির।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দল: ফাফ দু প্লেসি (অধিনায়ক), হাশিম আমলা, কুইন্টন ডি কক, জেপি দুমিনি, এইডেন মারক্রাম, ক্রিস মরিস, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আন্দিলে ফেলুকওয়ায়ো, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, কাগিসো রাবাদা, তাবরাইজ শামসি, ডেল স্টেইন, ইমরান তাহির, রাসি ফন ডার ডাসেন।

শীর্ষ আদালতের

● প্রথম পাতার পর

হাতিয়ার করেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মহিলা সমাজকর্মী ও আইনজীবীরা। তাদের দাবি তদন্তে প্রভাব বিস্তার করে সঠিক তথ্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

সিন্ডিকেট

● প্রথম পাতার পর

এনিয়ে মোটর শ্রমিকদের মধ্যেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড, চন্দ্রপুর আইএসবিটি এবং নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ডে একাংশ বিএমএস নেতা দাপট খাটিয়ে এই চাঁদাবাজী করছে বলে অভিযোগ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটার পর বাম আমলের ইউনিয়নগুলির কিছু নেতা বিএমএসের পতাকা তলে শামিল হয়েছেন। তারাই এই অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। তাতে শ্রমিক স্বার্থ যেমন ক্ষুন্ন হচ্ছে তেমনি যাত্রীদেরও নিত্যদিন নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অন্যদিকে শাসক দলেরও ইমেজ অনেকাংশেই খর্ব হচ্ছে।

পানিসাগরে

● প্রথম পাতার পর

দুর্ভাগ্যবশত ট্রাকের চালক বা অন্য কাউকে আটক করা যায়নি। অবশ্য তাদের ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। ট্রাকের মালিক চোরাইবাড়ির বাসিন্দা বলে পুলিশ ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে। অভিযানে ছিলেন এসডিপিও অভিজিৎ দাস এবং ওসি উদয় সিং।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের গৃহমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ঘোষণা করার পর থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পুলিশি অভিযান জারি রয়েছে। প্রতিদিনই রাজ্যের পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সফলতাও লাভ করছে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

ফুটফুটে শিশুকে অবৈধ উপায়ে গর্ভপাত করিয়ে প্রাণে মেরে পাহাড়ি ছড়ায় ফেলে দিয়েছে।জানা গেছে মঙ্গলবার সকাল বেলা পিয়ারিছড়া চা বাগানে কাজে যাওয়া জনাকয় শ্রমিকদের নজরে পড়ে স্থানিয় ছড়ার মধ্যে এক নব জাতকের পচাগলা মৃতদেহ।পরে তারা আশপাশ জনগন পিয়ারীছড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ সহ পুলিশে খবর দেন।প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান মৃতদেহটি এক নবজাত শিশু পুত্রের।বয়ষ হবে অনুমানিক ২/৩ দিনের মধ্যে।তাকে কেউ বা কারা এখানে ফেলে গা ঢাকা দিয়েছে।এদিকে ময়না তদন্তের পর আজই বিকাল তিনটা নাগাদ মৃতদেহ নিজ হেফাজতে রেখে অন্তষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে কদমতলা থানার পুলিশ।এ ঘটনায় এলাকার বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এক ম্যাচে দুই কীর্তি শাই হোপের

লন্ডন, ৭ মে।। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন। জো ক্যাম্পবেলের সঙ্গে জুটি বেধে গড়েছেন উদ্বোধনী জুটির বিশ্ব রেকর্ডও (৩৬৫ রান)। এবার দ্বিতীয় ম্যাচেই নামের পাশে আরো দু'টি রেকর্ড যোগ করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনার শাই হোপ।

ক্যারিবিয়ানদের হয়ে সবচেয়ে কম ইনিংসে ২০০০ রানের ঘর ছুঁয়েছেন এই ২৫ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। ২০০০ রান ছুঁতে ক্যারিবীয় গ্রেট স্যার ভিভ রিচার্ডসের লেগেছিল ৪৮ ইনিংস। হোপ এক ইনিংস কম খেলে এই মাইলফলকে পৌঁছে যান।

ডাবলিনে মঙ্গলবার (০৭ মে) বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫৩ রানে ব্যাট করার সময় এই মাইলফলক গড়েন হোপ।

এছাড়া এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান আরেকটি রেকর্ডেও ছাড়িয়ে গেছেন উইন্ডিজ কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারাকে। ক্যারিবিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে ২০০০ রান ছুঁয়েছেন হোপ। অভিষেকের ২ বছর ১৭৩ দিনের মাথায় রেকর্ডটি গড়লেন তিনি। লারার লেগেছিল ২ বছর ৩৬১ দিন।

হোপের কীর্তি এখানেই শেষ নয়, গত বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচে (১৪৬ ও ১০৮) সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। এবার হ্যাটট্রিক সেঞ্চুরিটাও পেয়ে গেলেন। মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনের বলে কভার ড্রাইভে চার মেরে ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি।

হোপের ১৩২ বলে ১০৯ রানের ইনিংসের সুবাদে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬১ রানের সংগ্রহ পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

আইপিএলে মেজাজ হারিয়ে দরজা ভাঙলেন আম্পায়ার

নয়াদিল্লি, ৭ মে।। ক্রিকেটাররা মাঝেমধ্যে রাগে ড্রেসিংরুম ভাঙচুর করেন। তবে এবার ভাঙচুর হলো আম্পায়ার রুম। ঘটনার নেপথ্যে কোনো ক্রিকেটার নয়, লাথি মেরে আম্পায়ার রুমের দরজা ভেঙেছেন ইংলিশ আম্পায়ার নাইজেল লং।

ঘটনাটি গত ০৪ মে'র। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু তাদের ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের। ম্যাচ চলাকালীন ব্যাঙ্গালুরু বোলার উমেশ যাদবের একটি বলে 'নো বল' ডাকেন আম্পায়ার লং।

কিন্তু জায়ান্ট স্ক্রিনের রিপ্লেতে দেখা যায়, বলটি বৈধ ছিল। যাদবের পা লাইনের বাইরে যায়নি। আম্পায়ার লংয়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন ব্যাঙ্গালুরু অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও যাদব। কিন্তু বৈধ হলেও নো বলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন আম্পয়ার লং।

সেই -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

ঘুরে দাঁড়াবে লিভারপুল নাকি ফাইনালে বার্সা

লন্ডন, ৭ মে।। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা কতটুকু কষ্টের তা ইয়ুর্গেন ক্লপের চেয়ে কে আর বেশি জানবে! লিভারপুলের জার্মান কোচ যেন মহাভারতের মহাবীর 'কর্ণ।' সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও যাকে বারবার ধোঁকা দিচ্ছে ভাগ্যদেবী।

সাবেক ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও বর্তমানে লিভারপুলের হয়ে কোচিং ক্যারিয়ারে ইউরোপ ফুটবলের সাতটি পর্রধান ফাইনালে হেরেছেন ক্লপ। যার মধ্যে দু'বার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল। নিঃশ্বাস দূরত্বের শিরোপাটা তার জন্য বারবার পরিণত হচ্ছে সোণার হরিণে।

চলতি মৌসুমেও ক্লপের সামনে ছিল দু'টি প্রধান শিরোপার হাতছানি। কিন্তু সময় যত গড়ালো ততোই ফিকে হতে বসলো সেই আশা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের লাগামটা এখন চলে গেছে ম্যানচেস্টার সিটির হাতে। চ্যাম্পিয়নস লিগের আশাটাও প্রায় নিভু নিভু।

গত আসরের ফাইনালিস্ট লিভারপুল এই মৌসুমেও দুর্দান্ত খেলে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠেছে। কিন্তু শেষ চারের প্রথম লেগটা ভুলে যেতে পারলেই বাঁচেন ক্লপ। ক্যাম্প ন্যু'র প্রথম লেগে অনবদ্য পারফর্ম্যান্স সত্ত্বেও ৩-০ ব্যবধানে হেরে গেছে 'অল রেডস'রা।

মঙ্গলবার (০৭ মে) দিনগত রাতে শেষ চারের ফিরতি লেগে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে বার্সেলোনাকে আথিতেয়তা দিবে লিভারপুল। ফাইনালে যেতে হলে অলৌকিক কিছু ঘটাতে হবে ক্লপের দলকে। জিততে হবে ৪-০ ব্যবধানে। ৩-০ গোলে জিতলে দুই লেগ মিলে ব্যবধান হবে ৩-৩। তখন ভাগ্য নির্ধারিত হবে টাইব্রেকারে।

এই মৌসুমে বার্সাকে হারানোটা প্রায় আকাশ কুসুম চিন্তা। তাও আবার ৩-০ ব্যবধানে! কিন্তু দলটা লিভারপুল বলে এখনো আশা করা যায়। কারণ ফুটবল ইতিহাসে কামব্যাকের সবচেয়ে অনবদ্য রূপকথাটাই যে লিখেছিল অল রেডসরা!

২০০৫ সালের ইস্তাম্বুলের ফাইনাল এখনো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ফুটবলমোদীদের কাছে। প্রথমার্ধে এসি মিলানের বিপক্ষে তিন গোলে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে সমতায় ফিরে লিভারপুল। শেষ পর্যন্ত স্নায়ুক্ষয়ী টাইব্রেকারে জিতে শিরোপাটাও ঘরে তুলে তারা।

ফাইনালে যেতে হলে তেমন একটি ম্যাচ উপহার দিতে হবে লিভারপুলকে। কিন্তু মহারণের আগেই দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে অ্যানফিল্ডকে। চোটের কারণে ক্লপের স্কোয়াডে নেই দলের তিন প্রধান তারকা মোহামেদ সালাহ, রবার্তো ফিরমিনো, নাবি কেইতা ও অ্যাডাম লালানা।

সেই জায়াগায় বলতে গেলে প্রায় নির্ভার কাতালানারা। ওসমানে দেম্বেলে ও রাফিনহার চোট দুশ্চিন্তায় ফেলছে না কোচ ভালভার্দেকে। তবে চোখ রাঙাচ্ছে ইতিহাস। চ্যাম্পিয়নস লিগের গত মৌসুমেই যে তাদের পা কেটেছিল!

শেষ আটের প্রথম লেগে ইতালিয়ান ক্লাব রোমার বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও সেমিতে যেতে পারেনি কাতালানরা। ফিরতি লেগে রোমান গ্লাডিয়েটররা ৩-০ গোলে জিতে দুই লেগ মিলে ব্যবধানটা করে ৪-৪। অ্যাওয়ে গোলের সুবাদে শেষ চারে উঠে রোমা।

অবশ্য বার্সার ঝুলিতেও আছে ক্যামব্যাকের গল্প। ২০১৬-১৭ মৌসুমে শেষ আটে উঠার লড়াইয়ে পিএসজির মাঠে ৪-০ ব্যবধানে হেরেছিল কাতালানরা। ফিরতি লেগে সেই প্রতিশোধ তারা নিল ৬-১ ব্যবধানে জিতে।

সালাহ-ফিরমিনো না থাকায় লিভারপুলের আক্রমণভাগের মূল দায়িত্বটা সামলাতে হবে সাদিও মানেকে। ফিরতে পারেন সুইস তারকা জাদরান শাকিরি। ভালভার্দে অবশ্য অপরিবর্তনীয় একাদশই মাঠে নামাতে পারেন। প্রথম লেগে জোড়া গোল করা লিওনেল মেসি এবারও স্পটলাইটটা কেড়ে নিতে পারেন।

এছাড়া এই ম্যাচ দিয়ে পুরনো ঘরে শত্রুবেশে ফিরবেন লুইস সুয়ারেজ ও ফিলিপ্পে কুতিনহো। ক্যাম্প ন্যুয়ে যাওয়ার আগে অ্যানফিল্ডেই ছিল এই দু'জনার সংসার।

দুই দলের লড়াইয়ের পরিসংখ্যানটা এখনো চলছে সমানতালে। বিগত ৯ বারের সাক্ষাতে তিনটি জয় ও তিনটি পরাজয় আছে উভয়ের। বাকি তিন ম্যাচে কোনো ফল হয়নি।

শিরোপা ভাগ্য ম্যানচেস্টার সিটির হাতেই

লন্ডন, ৭ মে।। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা ম্যানচেস্টার সিটি শেষ দিকে এসে হোঁচট খাওয়ার শঙ্কায় পড়েছিল। তবে ভিনসেন্ট কোম্পানির অসাধারণ এক গোলে লেস্টার সিটিকে হারিয়ে শিরোপা ভাগ্য নিজেদের হাতেই রেখেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সোমবার রাতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ১-০ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে ফিরেছে স্বাগতিকরা। ডিসেম্বরে লিগের প্রথম পর্বে লেস্টারের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল শিরোপাধারীরা।

মধুর প্রতিশোধ নেওয়া জয়ে লিভারপুলের চেয়ে ১ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে সিটি। নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতলে অন্য কোনো হিসাব ছাড়াই শিরোপা ঘরে তুলবে তারা।

আগামী রোববার শেষ রাউন্ডে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের মাঠে খেলতে যাবে সিটি। একই সময়ে ঘরের মাঠে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্সের মুখোমুখি হবে লিভারপুল।

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ম্যাচের শুরু থেকে জমে ওঠে লড়াই। ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ বাড়াতে থাকে সিটি। আদায় করে নিতে থাকে একের পর এক কর্নার। ৩১তম মিনিটে তেমনই এক কর্নারে সের্হিও আগুয়েরোর নেওয়া হেডে বল ক্রসবারের নিচের দিকে লেগে ভিতরে ঢোকার মুহূর্তে গোললাইন থেকে ফেরান ডেনমার্কের গোলরক্ষক কাসপের স্মাইকেল।

বিরতির পরও অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণ করতে থাকে স্বাগতিকরা। কিন্তু লেস্টারের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না তারা। এরই মাঝে ৬৯তম মিনিটে ডিফেন্ডারের ভুলে ডি-বক্সে বল পেয়ে যান আগুয়েরো। কিন্তু তার শট হাত বাড়িয়ে রুখে দেন স্মাইকেল।

তিন মিনিট পর অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় ম্যানচেস্টারের দলটি। ৩০ গজ দূরে বল পেয়ে একটু এগিয়ে আচমকা বুলেট গতির শট নেন বেলজিয়াম ডিফেন্ডার কোম্পানি। বল ক্রসবার ঘেঁষে ডান কোনা দিয়ে জাল খুঁজে নেয়।

বাকি সময়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি সিটি। তবে ওই এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখে টানা ত্রয়োদশ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পাঁচবারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

৩৭ ম্যাচে ৩১ জয় ও দুই ড্রয়ে ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৯৫। শনিবার নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৩-২ গোলে হারানো লিভারপুল ৯৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে।

রোববার ওয়াটফোর্ডকে ৩-০ গোলে হারানো চেলসির পয়েন্ট ৭১। আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে মাওরিসিও সাররির দলের। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে টটেনহ্যাম হটস্পার।

৬৭ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে আর্সেনাল। ষষ্ঠ স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্ট ৬৬।

লিভারপুলের প্রতি সুয়ারেসের কৃতজ্ঞতা

লন্ডন, ৭ মে।। লিভারপুল থেকে যা পেয়েছেন সেজন্য ইংলিশ দলটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন লুইস সুয়ারেস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ চারের ফিরতি পর্বে সাবেক ক্লাবের মাঠে উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করছেন বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় অ্যানফিল্ডে মুখোমুখি হবে দুই দল। প্রথম লেগে কাম্প নউয়ে ৩-০ গোলে জেতে বার্সেলোনা।

নিজের ক্যারিয়ারে লিভারপুলের অবদানের কথা মনে করলেন সুয়ারেস।

"অবশ্যই এখানে ভালো কয়েকটা বছর উপভোগের পর এটা বিশেষ কিছু। আর এখানে আমার কাটানো সময়ের জন্য এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমাকে তারা যেভাবে গ্রহণ করেছিল সেজন্য আমি লিভারপুলের কাছে কৃতজ্ঞ।"

"সেজন্য এবং ক্লাবের ঐতিহ্যের জন্য সবসময় আমি কৃতজ্ঞ থাকব। ভিন্ন দলের জার্সিতে এই সময়ে এখানে ফেরাটা খুব বিশেষ কিছু হবে। কিন্তু এখানে নিজের সময়ে আমার দারুণ সব স্মৃতি আছে।"

"লিভারপুলের অধিনায়ক হওয়াটা আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম গর্বের মুহূর্ত। এটা এমন কিছু যা আমি কখনও ভুলব না।"

লিভারপুলের হয়ে সাড়ে তিন বছরে ১৩৩ ম্যাচে ৮২ গোল করেন সুয়ারেস। লিভারপুল সমর্থকরা তার রেকর্ড মনে রাখবে বলে বিশ্বাস করেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড।

"আমি এখানে সাড়ে তিন বছর ছিলাম এবং দলটা চার বা পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাইরে ছিল। এখানে আমার শেষ বছরে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পেলাম।" "তাই আমি মনে করি, এখানে আমি যে কাজ করেছিলাম তা মানুষ জানে। আমি মনে করি, মাঠে দুয়োর চেয়ে হাততালি বেশি পাব। সম্ভবত খুব কম মানুষ আছেন যারা খুশি নন। কিন্তু আমি মনে করি, বেশিরভাগই খুশি এবং কৃতজ্ঞ।"

গত সপ্তাহে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে গোলের পর বুনো উদযাপনের জন্য সমালোচনার মুখে পড়া সুয়ারেস ফিরতি পর্বে গোলের দেখা পেলে সেভাবে উদযাপন করবেন না জানিয়েছেন সে কথাও।

"গত সপ্তাহে গোল উদযাপন, যারা ফুটবল সম্পর্কে জানেন, যারা এই খেলা ভালোবাসে, তারা এর গুরুত্ব জানে। লিভারপুল সমর্থকদের জন্য আমার সর্বোচ্চ সম্মান আছে। কারণ আমি গোল করলাম এবং নিজের সমর্থকদের নিয়ে উদযাপন করলাম। আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।"

"অবশ্যই এটা পরিষ্কার যে এখানে আমি লিভারপুলের বিপক্ষে কোনো গোল করলে একইভাবে উদযাপন করব না।"

বিশ্বকাপে উইন্ডিজের সহ-অধিনায়ক ক্রিস গেইল

নয়াদিল্লি, ৭ মে।। ক্রিস গেইলকে বিশ্বকাপে সহ-অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্ব মঞ্চে এবারই শেষবারের মতো দেখা যাবে বাঁহাতি এই ওপেনারকে।

২৮৯ ম্যাচে ১০ হাজার ১৫১ রান করা গেইল এবারের আসরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ডে হয়ে যাওয়া গত আসরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে করেছিলেন ২১৫ রান, যা এখনও ওয়ানডেতে ক্যারিবিয়ানদের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। গেইল দেশকে সবশেষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ২০১০ সালে।

সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর গেইল জানান, এই বিশ্বকাপ তার জন্য বিশেষ কিছু।

"যে কোনো সংস্করণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করা সব সময়ই সম্মানের ব্যাপার। সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে অধিনায়ক ও দলের অন্যদের সহায়তা করা আমার দায়িত্ব।"

আগামী ৩১ মে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে প্রথম দুই আসরের চ্যাম্পিয়নরা।

আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে চলা ত্রিদেশীয় সিরিজে কিপার-ব্যাটসম্যান শেই হোপকে জেসন হোল্ডারের ডেপুটি হিসেবে বেছে নিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। স্বাগতিকদের উড়িয়ে দিয়ে এই টুর্নামেন্টে শুভ সূচনা করেছে তারা।

আফ্রিদির অভিযোগ আল্লাহ'র ওপর ছেড়ে দিলেন মিয়াঁদাদ

ইসলামাবাদ, ৭ মে।। শহীদ আফ্রিদির আত্মজীবনীমূলক বই 'গেম চেঞ্জার' একের পর এক বোমা ফাটিয়েই যাচ্ছে। সর্বশেষ এই বইয়ের একটি চুম্বক অংশে পাওয়া গেল, যেখানে আফ্রিদি অভিযোগ করে বসলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও সাবেক কোচ জাভেদ মিয়াঁদাদের বিরুদ্ধে। জানান, মিয়াঁদাদ মানুষ হিসেবে খুবই ছোট।

গত সপ্তাহের শনিবার পাকিস্তানে গেম চেঞ্জার উন্মোচিত হয়। এই বইতে আফ্রিদি তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে বয়স লুকানোর মতো বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়া গৌতম গম্ভীর ও ওয়াকার ইউনিসসহ বেশ কয়েকজনে ক্রিকেটারের সমালোচনা করেন। মিয়াঁদাদ সর্বশেষ সংযোজন।

আফ্রিদি জানান, পাকিস্তানের কোচ থাকাকালে তার ব্যাটিং স্টাইল পছন্দ করতেন না মিয়াঁদাদ। এমনকি ১৯৯৯ সালে ভারতের বিপক্ষে চেন্নাই টেস্টের আগের দিন নেটে ব্যাটিং অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সাবেক তারকা ক্রিকেটার আফ্রিদির এমন অভিযোগ অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন মিয়াঁদাদ। পিটিআইকে তিনি বলেন, 'আমি সবকিছুই আল্লাহ'র ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তবে এটা কি সম্ভব টেস্ট ম্যাচের একদিন আগে কোনো খেলোয়াড়কে নেটে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।'

আফ্রিদির সঙ্গে মিয়াঁদাদের কিছু সমস্যা ছিল। তবে পেশাদারি জায়গায় এসবের কোনো স্থান ছিল না বলে জানান ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা।

'আমি তাকে সবসময়ই বলতাম, সে পাকিস্তানের সেরা একজন ক্রিকেটার। তার ব্যাটিং টেকনিক উন্নতির জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

প্রয়াত প্রাক্তন ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান নার্স

লন্ডন, ৭ মে।। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সোমবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান সেইমোউর নার্স। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে ২৯টি টেস্ট খেলেছিলেন তিনি।

ক্যারিবীয় ও বার্বাডোজের আরেক ক্রিকেটার ডেসমন্ড হাইন্স তার ফেসবুক পোস্টে নার্সের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন।

বার্বাডোজের মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান নার্সের ১৯৬০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক হয়। তবে ১৯৬৬ সালে ক্যারিবীয়দের ইংলিশ সফরে পাঁচ টেস্টে ৫০১ রান করে পরের বছর উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন।

নার্স তার ক্যারিয়ারে ৪৭.৬০ গড়ে ৬টি সেঞ্চুরি ও ১০টি হাফসেঞ্চুরিসহ ২৫২৩ রান করেছেন। আর ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে ক্যারিয়ারে সেরা ২৫৮ রান করেছিলেন।

খেলা থেকে অবসরের পর বার্বাডোজের নির্বাচক ও টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন নার্স। এছাড়া বার্বাডোজের ন্যাশনাল স্পোর্স কাউন্সিলের দীর্ঘ সময় স্ট্যান্ডিং কোচ ছিলেন।

ছিটকে গেলেন নরকিয়া, দ. আফ্রিকা বিশ্বকাপ দলে মরিস

লন্ডন, ৭ মে।। দক্ষিণ আফ্রিকার চার পেসারকে ভোগাচ্ছে চোট। তাদের একজন আনরিক নরকিয়া চোটের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে বাদ পড়ে গেছেন বিশ্বকাপ দল থেকে। তার জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরিয়েছে অলরাউন্ডার ক্রিস মরিসকে।

জাতীয় দলের অনুশীলনে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে চোট পান নরকিয়া। কাঁধের চোট থেকে সেরে ওঠার পর গত মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে অভিষেক হয়েছিল ২৫ বছর বয়সী এই পেসারের। মাত্র চার ম্যাচ খেলেই জায়গা করে নিয়েছিলেন বিশ্বকাপ দলে।

চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে ছয় থেকে আট সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে নরকিয়াকে। তার জায়গায় ডাক পাওয়া ৩২ বছর বয়সী মরিস এক বছরের বেশি সময় ধরে দেশের হয়ে কোনো ওয়ানডে খেলেননি। চলমান আইপিএলে খেলছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ৯ ম্যাচে নিয়েছেন ১৩ উইকেট।

চোট নিয়ে আইপিএলের মাঝপথ থেকে এরই মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেছেন দুই পেসার ডেল স্টেইন ও কাগিসো রাবাদা। চোটের জন্য শুরুর আগেই সেই টুর্নামেন্ট -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে

CMYK

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মঙ্গলাব শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে হালখাতা লেখাতে ব্যস্ত দোকানিরা। ছবি- নিজস্ব।

অক্ষয় তৃতীয়ায় রাজধানীর মন্দিরগুলিতে বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। আজ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। ধর্মীয় মতে অক্ষয় তৃতীয়া তিথি যা কিছু ক্রয় করা হয় তা অক্ষয় থাকে। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রাজধানীর মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজার্চ্চনার আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের অনেকেই অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যলগ্নে দেবমন্দিরে গিয়ে হাল খাতার যাত্রা করেন। অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যলগ্নে ধর্মপ্রাণ মানুষজন সকাল থেকেই মন্দিরে মন্দিরে ভীড় করেছেন। ব্যবসায়ীরা হালখাতা যাত্রা করতে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি, রামঠাকুর আশ্রম সহ অন্যান্য আশ্রমে যান। বৈদিক ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়ীদের হালখাতা লিখে সিঁদুরের টিকা দিয়ে হালখাতা যাত্রা করেন। এইনয়ে ভক্তপ্রাণ মানুষের মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার সকাল থেকেই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণরা জানায় এই তিথিতে সবকিছুই অক্ষয় হয়। যে কারণেই ভক্তপ্রাণ মানুষ এই পূণ্য তিথিতে নানা কামনা বাসনা করেন। ভক্তের মনোকামনা পূর্ণ হয়। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জুয়েলারী দোকানগুলিতে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।এদিন জুয়েলারীর দোকানগুলিতেও ক্রেতাদের ভীড় পরিলক্ষিত হয়।

এক মহিলা ক্রেতা জানালেন, তাদের বিশ্বাস অক্ষয় তৃতীয়াতে সোনা গয়না কিনলে তা অক্ষয় থাকে। সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি সোনা গয়না কিনতে এসেছেন। রামঠাকুর আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়ায় বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তরা জানান, এদিনই রামঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছিল। একই তিথিতে প্রয়াণ হয়েছিল রামঠাকুরের। স্বাভাবিক কারণেই দিনটি তাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অক্ষয় তৃতীয়া তিথি রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে ভক্তপ্রাণ মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পূণ্য তিথিতে সকলেই পরিবার পরিজন সহ সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বাঁকুড়া জেলার দুটি লোকসভা আসনই মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির

বাঁকুড়া, ৭ মে (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার ২ টি লোকসভা আসনই বিজেপি ও তৃণমূলের কাছে মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে বাঁকুড়ায় লড়ছেন দলের প্রবীণ সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপুরের প্রার্থী শ্যামল সাঁতরা। ঘটনাচক্রে এই দুই প্রার্থীই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং দুজনেই একই দফতরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। সুব্রত বাবু পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্যও কারিগরি দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী, অপরদিকে শ্যামল সাঁতরা সুব্রতবাবুর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। সুব্রতবাবুকে প্রার্থী করেছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।অপর দিকে তৃণমূল থেকে বহিস্কৃত সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের ছেড়ে যাওয়া আসনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী করেছেন অধ্যাপক শ্যামল সাঁতরাকে। স্বভাবতই এই দুই প্রার্থীকে জেতানোর দায়িত্ব মমতা এবং অভিষেকের ঘাড়েই এসে পড়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার পর্যবেক্ষক। তাই তিনি জেলার নাড়ি নক্ষত্র ভালোভাবেই বোঝেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ দের মতে এবার এই দুটি আসনেই জোরদার লড়াই হচ্ছে। একদিকে বাঁকুড়া আসনে তিন প্রধানের মধ্যেবিজেপির পাল্লা তুলনামূলক ভাবে একটু ভারী মনে হলেও ভোট কাটাকাটি তে কে জিতবে বলা খুব কঠিন। অন্যদিকে সৌমিত্র খাঁ দল ত্যাগ করে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন বিষ্ণুপুরেই। সেখানে ৩ বছর বিধায়ক ও ৫ বছর সাংসদ থাকায় তার নিজস্ব একটা ভোট ব্যাংক তৈরি হয়েছে। এছাড়াও বিজেপির ভোট রয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছে পুলিশ ও কিছু ব্যাক্তি। ফলে আদালত তাকে জেলায় ঢোকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে মনে করছে রাজনীতির সমালোচকরা। সৌমিত্র খাঁয়ের স্ত্রী সুজাতা খাঁ" ও বৃদ্ধ বাবা-মা তার অবর্তমানে প্রচারে নেমেছেন। ফলে একটা সহানুভূতির হাওয়া বইছে সৌমিত্রের অনুকূলে। যার ফলে জেলার দুটি আসনধরে রাখাই এখন মর্যাদার লড়াই তৃণমূলের কাছে।এই দুই আসনে লড়াই যে খুব কঠিন তা বুঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার থেকে বাঁকুড়ায় ঘাটি করেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলকে। অভিষেক প্রচারের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁকুড়ায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ায়দুদিনধরে সভা করে চলেছেন।

অপরদিকে বিজেপি নেতৃত্ব জেলার এই দুই আসনকে ছিনিয়ে নিতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন।যতদিন যাচ্ছে বিজেপির অনুকূলে হাওয়া বইতে শুরু করেছে।এটা টের পেয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, মুকুল রায়, রূপা গাঙ্গুলিরা বাঁকুড়ায় সভা করে বাজী মাত করতে চাইছেন।এদিকে পিছিয়ে নেই সিপিএম ও বর্ষীয়ান নেতা অমিয় পাত্রকে ভোটের ময়দানে **ছয়ের পাতায় দেখুন**

শান্তিরবাজার গার্দাং এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। তীব্র পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছেন গার্দাং এলাকার মানুজন। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত গার্দাং এলাকা মূলত জনজাতি অধ্যুষিত। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বিশুদ্ধ পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছেন বলে জানিয়েছেন এলাকার ভুক্তভোগী জমগণ।জানানো হয়েছে, এলাকায় প্রায় ৩০টি পরিবার বসবাস করেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কুয়ার জল পান করে জীবন নির্বাহ করছেন। তাঁদের কাছে জানা গেছে, একই জায়গায় জল তাঁরা খাওয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করেন। জানা গেছে, অপরিস্রুত জল খেয়ে ইতিপূর্বে বহু মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েছেন। এর পরও বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা না থাকার দরুন বাধ্য হয়ে সবাইকে এলাকার নদী নালা ও কুয়ার জল ব্যবহার করতে হচ্ছে।গার্দাং এলাকায় পরিস্রুত তথা বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে এলাকার মানুষ বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেছেন।

রাজ্যের খুদে দাবাড়ুর সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। আগামী ১৯ জুন থেকে উজবেকিস্তানে শুরু হচ্ছে এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় এশিয়ার অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরা থেকেও এক খুদে দাবাড়ু অংশ নেবে। নাম আর্শিয়া দাস (৯)। রাজধানীর একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রী সে। এই খবর শুনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব আজ মঙ্গলবার আর্শিয়াকে তাঁর সরকারি আবাসে ডেকে নিয়ে যান। আর্শিয়ার সঙ্গে তাঁর বাবা পূর্ণেন্দু দাস এবং মা অর্নিশা নাথও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে।খুদে দাবাড়ুর সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী তাকে চকলেট এবং কিছু উপহার তুলে দেন। আর্শিয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে খুশি বলে জানিয়েছে। আর্শিয়ার মা অর্নিশা জানান, তাঁর মেয়ে ৬ বছর বয়স থেকে দাবা খেলার সঙ্গে যুক্ত। সে আগেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের দাবা খেলায় অংশ নিয়েছে এবং সফল্য অর্জনও করেছে। তা শুনে মুখ্যমন্ত্রী খুশি ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাকে সরকারিভাবে সবধরনের সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ত্রিপুরায় দাবা এখনও খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তবে আর্শিয়ার হাত ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে বলে মনে করছেন তাঁরা। অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েকে দাবা প্রতি মন দিতে বলছেন। কিন্তু সমস্যা হল, এই খেলার ক্ষেত্রে কোচ ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে এই রাজ্যে। বিষয়টি তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে কিছু করা যায় কিনা তা তিনি দেখবেন। সব মিলিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর্শিয়া ও তার অভিভাবকরা খুশি।

উদয়পুরে বৃদ্ধাশ্রম 'আশ্বাস' এর কাজ মাঝপথে স্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ মে।। উদয়পুর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ পরিচালনায় গত ২০১৫ সালের ২২-শে ফেব্রুয়ারী উদয়পুর বারভাইয়াতে বৃদ্ধাশ্রম 'আশ্বাস' এর ভিত্তি প্রস্তরস্থাপন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রাক্তন মন্ত্রী কেশব মজুমদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন তৎকালীন মন্ত্রী রতন ভৌমিক এবং নরেশ জমাতিয়া। কিন্তু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এর পর বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের কাজ প্রথমে জোর কদমে শুরু হলেও নির্মান কাজ শেষ হবার পূর্বেই মাঝ রাস্তায় কোন অজ্ঞাত কারণে এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বর্তমানে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা এই বৃদ্ধাশ্রমটি অবহেলায় অযত্নে জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বসছে নেশাখোর ও দুষ্কৃতিদের আড্ডা কারখানা। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে কঠের তৈরি দরজা ও জানান গুলিও। উদয়পুর পুর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ এই বৃদ্ধাশ্রমটি যে উদ্দেশ্যে নিয়ে স্থাপন করতে চেয়েছিল সেউদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে চলছে। তাই এলাকাবাসী দাবী করে জানান মহত উদ্দেশ্য নির্মিয়মান স্থাপনাগুলিকে অবহেলায় ফেলে না রেখে অনতিবিলম্বে যেন এদের নির্মান কাজ শেষ করে। জনহিত কর কাজে ব্যবহার করার জন্য অর্থ্যাৎ বৃদ্ধকালীন সময়ে সন্তানদের কাজ থেকে বঞ্চিত পিতা মাতাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

মুক্ত চিড়িয়াখানা হবে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.): মুক্ত চিড়িয়াখানার রূপ পেতে চলেছে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র। জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ খয়েরবাড়ি নিয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্যের জু অথরিটি। যার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে বন দফতরকে। সবুজ সংকেত পেলেই শুরু হবে পরিকাঠামো তৈরির কাজ। জু অথরিটির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ। ২০০৫ সালে লোকালয় থেকে ধরা পড়া চিতা বাঘগুলোকে রাখার জন্য এই পুনর্বাসন কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয় ফালাকাটার কাছে দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে। তখনকার বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মনের উদ্যোগে বিভিন্ন সার্কাস থেকে উদ্ধার হওয়া ১৮টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে আনা হয় এই কেন্দ্রে। জায়গা হয় সুন্দরবনের আহত বাঘ রাজারও। কালের নিয়মে ১৭টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মারা গেলেও এখনও দিব্যি আছে রাজা। ধীরে ধীরে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রটি পর্যটকদের কাছে ভ্রমণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এখানে চালু করা হয় লেপার্ড সাফারি। তবে পরিকাঠামোর অভাবে বছর দু"য়েকের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে এই কেন্দ্র। রাজ্য জু অথরিটির এক অধিকর্তা বলেন, 'দক্ষিণ খয়েরবাড়ির ওপেন ইয়ার্ডে গন্ডার ও বাইসনের জন্য তৃণভূমি গড়ে তোলা হবে। এখানে এলে পর্যটকেরা একসঙ্গে গন্ডার, বাইসন, চিতা বাঘ দেখতে পাবেন'।এখন এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে রয়েছে লোকালয়ে ধরা পড়া ১৫টি চিতা বাঘ এবং সুন্দরবনে কুমিরের খপ্পরে পড়ে এক পা খোয়া যাওয়া রাজা নামে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। চিতা বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গলের সাথে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে দেখা মিলবে জলদাপাড়ার একশৃঙ্গী গন্ডার ও বাইসনের। এই বিষয়ে, রাজ্যের জু অথরিটির সচিব বিনোদ কুমার যাদব বলেন, 'চিতা বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যদি এখানে রাখতে পারি তবে গন্ডার, বাইসন কেন রাখতে পারব না' ? জু অথরিটির তরফে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রাজ্যের কাছে পেশ করা হয়েছে'।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবসে এবারও উৎসবমুখর থাকবে কলকাতা

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস এবারও থাকছে উৎসবমুখর থাকছে কলকাতাউ কবির ১৫৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একমাস ধরে শহরে চলবে নানা অনুষ্ঠান আগামীকাল সন্ধ্যায় 'উত্তম মঞ্চ'-তে 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গানের বিবর্তন' নিয়ে বলবেন স্বপন সোম। সঙ্গীত পরিবেশমায় জয়তী চক্রবর্তী ও সৈকত মিত্র। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংসদ। বৃহস্পতিবার ৯ মে-র মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ছটায় কবির বাসভবনে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে। কবির জন্মদিনে সব থেকে বেশি সময় ধরে কবিপ্রণাম চলবে সল্টলেক করুনাময়ী সেন্ট্রাল পার্কের মেলা প্রাঙ্গণে। প্রভাতী অনুষ্ঠানের সময় সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দেড়টা। সান্ধ্য অনুষ্ঠান বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা। শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন স্বপ্না ঘোষ, পার্থ ঘোষ, লিলি ইসলাম, ব্রততী বন্দোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র প্রমুখ। একই দিনে সকাল সাড়ে ছটা থেকে রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠিত হবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের সামনে। অংশ নেবেন মনোময় ভট্টাচার্য, শ্রেয়া গুহথাকুরতা, প্রণতি ঠাকুর প্রমুখ। নব নালন্দার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে পরিবেশন করবেন অনুষ্ঠান 'পুরনো আখরগুলি'। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বেলেঘাটা 'অক্ষৌহিনী নাট্য সংস্থা' অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে মঞ্চস্থ করবে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে নাটক। ১০ মে সন্ধ্যায় 'শ্রীনিবাস মিউজিক' আয়োজিত 'রবি প্রণাম' হবে উত্তম মঞ্চে। সঙ্গীত ও ভাষ্য পরিবেশন করবে শ্রাবনী সেন, চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত, অদিতি গুপ্ত, শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, রিনি, অলোক রায়চৌধুরী, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিস্পিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাদ্রিতা চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষ রায় প্রমুখ।

১ মে থেকে কালীঘাট পার্কের রবীন্দ্র ভবনে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র গ্রন্থ প্রদর্শনী। আয়োজনে 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। প্রদর্শনী চলছে পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কবির জন্মদিন পালন করবে নিউ টাউনে রবীন্দ্র তীর্থ। ২৫ বৈশাখের প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল আটটায়। যোগদান করবেন চিত্রলেখা চৌধুরী, আশিস ভট্টাচার্য, বিজয়লক্ষী বর্মণ। বিকেল পৌনে ছ'টায় আবৃত্তি পরিবেশন করবে 'বৃষ্টি' সংস্থা। সন্ধ্যা সওয়া ছ'টায় 'থেসপিয়ান' মঞ্চস্থ করবে 'বিসর্জন'। বিকেল পৌনে ছ'টায় পরিবশিত হবে শ্রুতিনাটক 'নতুন বৌঠান'। ২৫ মে বিকেল পৌনে ছ'টায় আবৃত্তি পরিবেশন করবে ব্রততী পরম্পরা। সন্ধ্যা ছ'টায় গীতিআলেখ্য 'জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ' নিবেদন করবে 'শ্রুতিবৃত্ত'। অংশ নেবেন প্রবুদ্ধ রাহা, অদিতি গুপ্ত প্রমুখ।

২৬ মে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় 'বৃক্ষ-বর্ষা-রবীন্দ্রনাথ' পরিবেশন করবে 'উপমা'। অংশ নেবেন রাজশ্রী ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ সিংহ প্রমুখ। ১ জুন, সন্ধ্যা ছ'টায় পলি গুহের পরিচালনায় 'নৃত্যম' নিবেদন করবে নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা'। ২ জুন সাড়ে ছ'টায় কসবা অঘর্ঘের 'রক্তকরবী' পাঠ্যাভিনয় দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি।

লাল বাহাদুর ক্লাবের উদ্যোগে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় বার পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। রাজধানীর বনমালিপুরের লাল বাহাদুর ক্লাব শুভ অক্ষয় তৃতীয় বার পূজার মধ্য দিয়ে ফুটবল মরশুমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল। ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল সংলগ্ন মাঠে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকালে ক্লাব সদস্য সদস্যরা বার পূজায় শামিল হন। লালবাহাদুর ক্লাবের কোচ জানান, এবছর ৮জন বহিরাগত ফুটবলার লালবাহাদুর ক্লাবের হয়ে খেলবে। এবার লালবাহাদুর ক্লাব অনেক বেশি শক্তিশালী। দর্শকদের ভাল ফুটবল উপহার দেবার কথা মাথায় রেখেই এগিয়ে চলেছে লালবাহাদুর ক্লাব।

পাপ আড়াল করতে মহাজোট গড়েছে সপা-বিএসপি : যোগী আদিত্যনাথ

বাস্তি, ৭ মে (হি.স.) : মহাজোট গড়ে নিজেদের পাপ আড়াল করতে চাইছে পিসি-ভাইপো। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের বাস্তির জনসভায় এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ২৩ মে-র পর সপা-বিএসপি জোট ভেঙে যাবে। এই দুই দলকে প্রত্যাখান করেছে জনগণ। ফল ঘোষণার পরে পিসি (মায়াবতী) বলবেন বাবুয়া (অখিলেশ) হচ্ছেন গুন্ডাদের নেতা। অন্যদিকে বাবুয়া বলবেন অসততার প্রতীক হচ্ছেন পিসি। বিগত পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধা এবং আস্থা অনেক বেশি। গোটা দেশজুড়ে বিজেপির পক্ষে হাওয়া বইছে। নরেন্দ্র মোদীর দক্ষ নেতৃত্বের জন্যই গরিব মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। সবার সাথে সবার বিকাশের আদর্শ সফল করে তুলেছেন তিনি। যোগকে এখন গোটা বিশ্ব আপন করে নিয়েছে। ২১ জুন গোটা বিশ্বজুড়ে যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। জাতীয় গর্বকে বৃদ্ধি করেছে কুম্ভমেলা। প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার জন্যই জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে চার কোটি মানুষ। ৬০ কোটি মানুষ গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন। ৩৭ কোটি গরিব মানুষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পেরেছে। বিজেপি সরকার রয়েছে বলেই কোন সন্ত্রাসবাদী হামলা উত্তরপ্রদেশে ঘটেনি।

রাজর্ষী উৎসব শুরু ৯ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পর্যটন দপ্তর এবং উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে আগামী ৯মে থেকে ১১মে পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী রাজর্ষি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৯মে সন্ধ্যা ৬টায় ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে রাজর্ষি মুক্তমঞ্চে রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন হবে। রাজর্ষি উৎসব উপলক্ষ্যে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কবি প্রণাম অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য শিবির, বৃক্ষ শিবির, বৃক্ষ রোপনণ, বিভিন্ন গ্রামীণ ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজিত হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।